তুফানি।

নাট্যরঙ্গ

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী কবি মোলেয়ারের L'Etourdi নামক
প্রসিদ্ধ নাটকের ছায়াবলম্বনে

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

১৩১৫ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ
মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

ইউনাইটেড্ বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।
৪নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

মূল্য ॥০ মাত্র।

কলিকাতা

৭৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস হইতে

শ্রীমতিলাল সিংহ দ্বারা মুদ্রিত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

গফুর মিঞা	...	...	ধনাঢ্য কৃপণ।
জাফর	...	...	জৈনবীর পিতা।
মিঞাজান	...	...	ধনাঢ্য বণিক্।
মনসুর	...	...	ঐ পুত্র।
তুফানি	...	...	মনসুরের ভৃত্য।
সমসের	...	...	গফুরের পুত্র।
আসগার	...	...	ধনাঢ্য যুবক।

পত্রবাহক।

স্ত্রীগণ।

মিনা	...	...	গফুরের বাঁদী।
জৈনবী	...	...	জাফরের কন্যা।
পল্টু	...	...	বালকবেশী স্ত্রীলোক।

বাঁদীগণ।

তুফানি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।
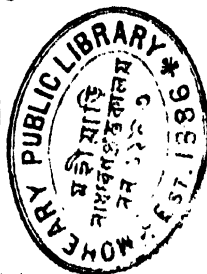
গফুর মিঞার বাটী সংলগ্ন উদ্যান।

(মন্‌সুরের প্রবেশ।)

মন্‌। আচ্ছা—আচ্ছা—আচ্ছা আস্‌গর! বাধুক লড়াই! দেখা যাবে কে হারে কে জিনে? নিশ্চয় জেনো আমি সহজে ছাড়্‌বোনা, সহজে ছাড়্‌বোনা, সহজে ছাড়্‌বোনা। (তুফানির প্রবেশ) ওরে তুফানি!

তুফা। আজ্ঞে?

মন্‌। ওরে তুফানিরে তুফানি!

তুফা। আজ্ঞে কি বল্‌ছেন?

মন্‌। বোল্‌ছেন নয়রে তুফানি, বোল্‌ছেন নয়?

তুফা। কেন? ব্যাপার খানা কি?

মন্‌। ব্যাপার বড় গুরুতররে তুফানি, ব্যাপার বড় গুরুতর! আমার প্রেমের পথে আবার কাঁটা; শেয়াকুল কাঁটারে শেয়াকুল কাঁটা আজ

শুনলুম—আস্‌গরটা আবার মিনাকে ভাল বেসে ফেলেছে। তার জন্যে এক জনকে ছেড়ে আর এক জনকে ধল্লুম, এখানেও দেখি সে হাজির!

তুফা। আস্‌গর সায়েব কি সত্যি সত্যি মিনা বিবিকে ভাল বেসেছে?

মন্। সুধু ভাল বাসা? তাকে পূজো কর্ত্তে সুরু কোরেছে।

তুফা। তবেই তো?

মন্। ওই তবেই তো তেই তো আমায় মজিয়েছে। কিন্তু তা বলে আমি নিরাশ হবনা। তোর মত ফংলব বাজ, তোর মত পাকা লোক, তোর মত চাকরের বাদ্‌শা যখন আমার—

তুফা। ঢের হোয়েছে সায়েব ঢের হোয়েছে! আমরা, গরিব চাকরেরা যখন তো াদের বিশেষ কোন কাজে লাগি, তখন তোমাদের মুখে আর প্রসংশা ধরে না, তখন আমরা বড় ভালবাসার পাত্র হই, দুনিয়ার সেরা বুদ্ধিমান বোলে আদর পাই—কিন্তু একটু বিরক্তির কাজ কোল্লে পাজি নচ্ছার বদমায়েস গালাগালি আমাদের অনবরত শুনতে হয়—সময়ে সময়ে প্রহারের ও ত্রুটি হয় না।

মন্। ওরে তুফানি! এখন ওকথা রাখ্। আয় মিনার কথা দুটো কই। আহাহা কি রূপরে তুফানি কি রূপ! তার রূপের ছটায় বরফের মত প্রাণ ও গোলে যায়। তার চেহারা দেখে আর তার কথা শুনে, আমার তো মনে হয় সে কখনই বেদের মেয়ে নয়, অবিশ্যি কোন বড় ঘরের—

তুফা। তা তো মনে হবেই, একাজের ধারাই ওই সায়েব! কিন্তু আপনার বাপ বোলে এক জন মিঞা সায়েব আছেন, সেটা জানেন তো! আর তাঁকে আপনি চটাতেও কসুর করেন না সেটাও জানেন্।

তিনি বুঝেছেন, আপনার মত সুবোধ ছেলেকে ঠাণ্ডা কোর্ত্তে হোলে একটা জোয়ান বিবির প্রয়োজন, আর সেই জন্যে জাফর সাহেবের মেয়ে জৈনবী বিবির সঙ্গে আপনার সাদির যোগাড় কোচ্চেন! এখন যদি শোনেন, আপনি একটা অচেনা অজানা বাঁদির জন্যে পাগল—তা হোলে কি আর রক্ষা থাকবে? মাথার ওপর দিয়ে কত ঝড় বোয়ে যাবে, কত বচন শুনতে হবে—

মন্। আরে বাবু থাম্ থাম্ তোর বক্তৃতে আর ভাল লাগে না।

তুফা। না সায়েব না ওকথা নয়। আমার কথাটাই এখন ভাল লাগাই ভাল, আর আপনার মৎলবটা এখন না ভাল লাগাই ভাল! ওতে কোন সুবিধে হবে না। বরঞ্চ আপনি যদি—

মন্। দেখ্ তুফানি! আমায় রাগাস্নি—জানিস্ তো আমি বড় কারো পরামর্শের ধার ধারি না। বিশেষ যে চাকর মনিবকে পরামর্শ দিতে চায়, সে প্রায় নিজের পায় নিজে কুড়ুলের ঘা দেয়!

তুফা। (স্বগতঃ) সায়েব দেখছি চোটেছেন। (প্রকাশ্যে) এহেহে সায়েব! অমন সানানো ক্ষুরের ধার বুদ্ধিতে একেবারে মোড়্চে ধরিয়ে ফেলেছেন? আমি কি সেই লোক? কেবল একবার নেড়ে দেখ্‌ছিলুম—বুড়োর কথায় ডরেন কিনা? ছো ছো ছো, বুড়ো বাপের কথা আবার মানুষে শোনে? আপনি কিছুতে শুন্বেন্ না, প্রাণে যা আসবে তাই কোর্ব্বেন! ও বুড়োদের কি জানেন? নিজেদের ক্ষ্যামতার দফা রফা হোয়েছে দেখে, হিংসেয় জোয়ানদের আমোদে বাধা দেয়! ও কথা শুন্বেন্ না। এখন আমায় কি কোর্ত্তে হবে বলুন!

মন্। হাঁ—এই বেশ কথা! এখন কথা হোচ্চে এই, দিনা আমার প্রেমের কথা শুনে আমায় অগ্রাহ্য করেনি—বরং যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছে।

কিন্তু আস্‌গর এসে সব পণ্ড করবার যোগাড়ে আছে। তাকে ঠকানো চাই। মিনা যাতে আমার হয়, তার জন্য যা কিছু কৌশল—যা কিছু চাতুরি যা কিছু শঠতা কপটতা-সব তোকে কোর্ত্তে হবে! মিনা চাই, মিনা চাই, মিনা না হোলে আমি বাঁচ্‌বো না।

তুফা। তাই তো? একটু ঠাওরাতে হবে। (স্বগত) কি মৎলব করি!

মন্। এর আর ঠাওরানো কি? তুই তো পাকা মানুষ! একটা কৌশল কর্‌না। কৌশলরে, একটা কৌশল!

তুফা। আরে দাঁড়ান সায়েব! দাঁড়ান! অত তাড়া তাড়ি কোল্লে কি হবে! হুঁ—একটা পেয়েছি! আপনি অবশ্য—উহুঁ তা হয় না; কিন্তু যদি যেতে পারেন—

মন্। কোথায়?

তুফা। না:—কম্‌জুরি মৎলব! আর একটা—

মন্। কি? কি?

তুফা। উঁহুঁ—তাতেও কাজ হাসিল হবে না। আচ্ছা, আপনি একটা কাজ কোর্ত্তে পারেন?

মন্। কি কাজ?

তুফা। নাঃ—আপনি পারবেন্ না! জাফর মিঞার সঙ্গে কথা কইতে পারা—

মন্। আমি আবার কি কথা কইবো?

তুফা। ঠিক—কিন্তু আপনার মিনা বিবিকে তো চাই! আচ্ছা গফুর মিঞার কাছে যেতে পারেন?

মন্। গিয়ে কি কর্ব্বো?

তুফা। তা আমি জানি না।

মন্। ছিঃ তুফানি! এসব বাজে কথায় কি কাজ হয়?

তুফা। আদৎ কথা কি জানো সায়েব, কিছু টাকা চাই। গফুর মিঞার কাছে যে সব বেদে বেদিনীরা মিনা বিবিকে বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে গেছলো, তারা তাদের ন্যায্য তারিখে আসেনি। গফুর মিঞা কৃপণের ধাড়ি তা জানেন্ তো। সে এখন তার টাকাটা অবিশ্যি শুদ্ধ শুদ্ধ পেলেই বন্ধকি মাল্ ছেড়ে দেয়! কিন্তু এখন আপনার পক্ষে কথাটা হোচ্চে কি জানেন্?

মন্। কি?

তুফা। কি আর? হুজুরের বাপজীও যে গফুর মিঞার চেয়ে কিছু বেশী টেনে বোনেন্ না তা বোধ হয় না। সুতরাং এক কড়া কানা কড়িও যে আপনি তাঁর কাছ থেকে বার কোর্ব্বেন, সে কথা অপরে বিশ্বাস করে করুক আমি তো করি না। তবে একটা কথা এই যে, একবার মিনা বিবির সঙ্গে এবিষয়ের পরামর্শটা কোল্লে ভাল হয়!

মন্। তা কি কোরে হবে! গফুর বুড়ো চব্বিশ ঘণ্টা তাকে চোখে চোখে রাখে!

তুফা। ওই যে—বিবি, বাঁদির দল নিয়ে এদিকে আসছে—আসুন আমরা একটু গাছের আড়ালে থাকি।

মন্। ও বাঁদিরা কারা?

তুফা। ওরাও গফুর বুড়োর ব্যবসার জিনিস! কেউ বন্ধকি, কেউ কেনা!

(উভয়ের অন্তরালে গমন।)

(গান করিতে করিতে বাঁদিগণ সহ মিনার প্রবেশ।)

গীত।

প্রেম সয়েরটা কেমন এক রকম।
কেউ দ্যাখে এর টানটা বেশি কেউ দেখে খুব কম্।
কেউ বোঝে এর উপরে ভাসে ঢেউ,
তলিয়ে তলায় ডুব্‌দে মজে কেউ ;
কেউ ভাবে প্রেম খেলায় সাঁতার, কেউ হয় দম্ সম্।

মন্। (অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া) খোদা! বান্দাকে কি চমৎকার রূপই দেখিয়েছেন। ওই টানা চোখের চাউনির ঘা এখনও রোয়েছে, কিন্তু তবু ঐ চাউনিতে আবার প্রাণ মস্‌গুল হোয়ে উঠ্‌লো।

মিনা। দেখুন আমার চোখ্ যদি আপনাকে ঘা দিয়ে থাকে, জানবেন সে আমার হুকুম না নিয়ে তা কোরেছে। কোন অপরাধ নেবেন না।

মন্। অপরাধ? ছি ছি ছি ওকথা বোলো না। ও ঘা এত আদরের যে—ওকে শুখুতে দিতে কিছুতেই প্রাণ চায় না।

তুফা। সায়েব—প্রেমালাপের সময় ঢের পাবেন—এখন বিবিকে জিজ্ঞাসা করুন কি হোলে—ওঁর—

বাটীর মধ্য হইতে গফুর মিঞা। মিনা!

তুফা। ওই দেখ্‌লেন্ তো!

মন্। হা অদৃষ্ট! বুড়ো এমন সুখের সময় বাধা দিলে?

তুফা। তা দিগ্! আপনি একটু সরে থাকুন—আমার ওর সঙ্গে দুটো কথা আছে।

(বাঁদিগণের পলায়ন।)

(মনসুরের অন্তরালে গমন ও গফুর মিঞার প্রবেশ।)

গফুর। বাড়ির বাইরে কি কোর্ত্তে আসা হোয়েছে! কার জন্যে আসা হোয়েছে? আমি না কারো সঙ্গে কথা কইতে বারণ কোরে রেখেছি?

মিনা। রাগ কোর্ব্বেন না মিঞা। এ লোকটি বড় ভালো! কিছু দিন আগে আমার সঙ্গে এঁর আলাপ হোয়েছিল। এঁকে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই।

তুফা। ইনিই কি গফুর মিঞা সাহেব?

মিনা। হাঁ।

তুফা। মিঞা সাহেব সেলাম!

গফুর। সেলাম!

তুফা। আপনার ন্যায় মহৎ লোককে দেখে আমার দেহ পবিত্র হোলো।

গফুর। হুঁ—তার পর?

তুফা। দেখুন এঁর সঙ্গে কিছুদিন আগে আমার সাক্ষাৎ হোয়েছিল। ইনি নাকি মানুষের ভবিষ্যৎ বোল্‌তে পারেন—তাই কোন একটা বিষয় জান্‌বার জন্যে এঁর কাছে এসেছি?

গফু। (মিনার প্রতি) সে কি? ভূতুড়ে বিদ্যেও আসে নাকি?

মিনা। না সায়েব তা না—আমার বিদ্যে ভূতুড়ে নয়। পাকা ওস্তাদের কাছে আমি যথার্থ গণনা বিদ্যে শিখেছি। আমার এতে কোন বুজরুকি নেই।

তুফা। আমি যে জন্যে এসেছি শুনুন। আমার মনিব কাকেও ভাল বেসেছেন; কিন্তু যাকে ভাল বেসেছেন—একটা বুড়ো শয়তান চব্বিশ

ঘণ্টা তাকে নজরে নজরে রেখেছে—কোন কথাটি হবার যো নেই। সেটা এক রকম সইছেলো, এখন আবার আর এক বিপদ উপস্থিত; সেই বিবিটিকে আর একজন ভাল বেসেছে। তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে এসেছি, মনিব আমার কোন ভরসা রাখ্‌তে পারেন, কি, না?

মিনা। তোমার মনিবের জন্ম কালীন তিথি নক্ষত্র কি তা জান?

তুফা। আজ্ঞে হাঁ জানি। যে তিথি নক্ষত্রে তিনি জন্মেছেন, সে তিথি নক্ষত্রে যিনি জন্মান্, তাঁর প্রেম নাকি চিরদিন সমান ভাবে থাকে। যাঁকে তিনি ভালবেসেছেন তাঁর নামের দরকার আছে কি?

মিনা। না। গণনায় তা আমি জান্‌তে পাচ্চি। তোমার মনিবকে বোলো যে রমণীকে তিনি ভালবেসেছেন, সে রমণী যদিও এখন বিপদাপন্ন তথাপি আত্মমর্য্যাদা ভোলেনি। সে রমণী নিজের মনোভাব সহজে ব্যক্ত করে না, আমি গণনায় কিন্তু তা জেনেছি—চাওতো শুনে নাও।

তুফা। উঃ কি আশ্চর্য্য গণনা বিদ্যা বলুন।

মিনা। তোমার মনিব যদি স্থির প্রেমিক হন, আর তাঁর মৎলব যদি ধর্ম্মসঙ্গত হয়, তা হোলে তাঁর কোন চিন্তা নাই। যে কেল্লা দখলের চেষ্টায় আছেন, সে কেল্লা আপনা আপনি তাঁকে দখল দেবে।

তুফা। বেশ কথা বিবি! কিন্তু কেল্লাদারকে হস্তগত করা তো বড় সহজ নয়।

মিনা। কঠিন কার্য্যের মধ্যে ঐটুকু!

তুফা। (অন্তরালে চাহিয়া জনান্তিকে) মজালে বুঝি? যেরকম চন্‌মন্ কোচ্চে, সাহেবের বুঝি বা ধৈর্য্য ধরে না।

মিনা। এখন কি কোর্ত্তে হবে তা শোনো।

মন্। (প্রবিষ্ট হইয়া) গফুর মিঞা শুনুন, বিচলিত হবেন্ না। আমারই হুকুমে আমার এই বিশ্বাসী চাকরটি আপনার কাছে এসেছে। আমি এই বিবিটিকে হস্তগত কোর্ত্তে চাই। বন্ধকি টাকা স্থায্য যা হয়, তা দিতে আমি প্রস্তুত আছি।

তুফা। (জনান্তিকে) গর্দ্দভের শিরোমণি সকালে দেখ্ছি।

গফুর। বটে? বেশ! এখন দুজনের মধ্যে কাকে আমি বিশ্বাস করি? তোমার কথা এক, ওর কথা আর, কাকে বিশ্বাস করি? বলনা হে বাপু! কাকে বিশ্বাস করি?

তুফা। এঁর মাথাটা আজ কাল খারাপ হোয়ে গেছে, তাকি আপ্নি জানেন্ না।

গফুর। জানি—জানি—খুব জানি! সব বুঝতে পেরেছি। দুজনে কি একটা মৎলব এঁটেছো দেখ্ছি। (মিনার প্রতি) যাও ভেতরে যাও! বারদিগর এমন কাজ না হয়। আর তোমাদের দুজনকে বলি, ফের যদি কোন পেজোমি বুদ্ধি কোরে আমায় ঠকাবার চেষ্টা কর, তা হোলে পিঠের চামড়া দুখানা খুলে রেখে এসো!

(গফুর ও মিনার বাটীর মধ্যে প্রস্থান।)

তুফা। বাহবা সায়েব বেশ! সত্যি কথা-বোল্তে কি, আমার খুব ইচ্ছে হোয়েছিল যে আজই বুড়ো আমাদের চামড়া দুখানা খুলে নেয়। তোমার দেখা দেবার কি দরকার হোয়েছিল সায়েব? আমার এত কৌশল সব ভণ্ডুল কোরে দেবার এত চেষ্টা কেন?

মন্। আমি মনে কল্লুম আমি ঠিক কাজ কচ্চি।

তুফা। খুব ঠিক্ কাজ হোয়েছে। এটা যে হবে, তা আমার আগে থাক্তে বোঝা উচিত ছিল। কাজ পণ্ড কোর্ত্তে আপনি এতই কেতা

দোরস্ত, যে এখন আর আপনার খামখেয়ালি কাজ দেখ্লে কেউ আশ্চর্য্য হয় না।

মন্। দেখ্ তুফানি, দোষটা হোয়েছে বটে, কিন্তু তুই যত বড় কোরে তুলছিস্ তত বড় নয়। এখন এ দুর্ঘটনাটাকে শোধরানো যায় না? নেহাৎ যদি মিনাকে না দেখাতে পারিস্ সেও আচ্ছা, কিন্তু আস্গরটা যেন কোন গতিকে ফাঁকি না মার্ত্তে পারে। আমার এখানে থাকায় যদি ক্ষতি হয় আমি সরলুম্। (প্রস্থান।)

তুফা। সোরে যাওয়া ছাড়া আর তোমার মত বোকচন্দর কোর্বে কি? যাই হোক একাজে ফাঁদ কয়েকোরে টাকা চাই; টাকাই হোলো প্রধান সহায়। এখন তারির যোগাড় চাই—তারির যোগাড় চাই।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(গান করিতে করিতে পল্টুর প্রবেশ।)

গীত।

পল্টু। আমায় চিন্তে পারে কে—আমায় চিন্তে পারে কে?

(তুফানির প্রবেশ।)

তুফা। চিন্বে যে সে আপন চোখে ঠুলি এঁটেছে, চোখে ঠুলি এঁটেছে।

পল্টু। ....আমি পুরুষ কি নারী,

তুফা। কখন্ থাকো কোন্ ভাবেতে বুঝিতে যে নারি;—

পল্টু। ছি ছি এতই কি ভারি, বোকা এতই কি ভারি?

তুফা। তুমি হাল্‌কা হোলেও পল্‌কা যে নও এইটুকু পারি,
বুঝতে এইটুকু পারি :—
পলটু। যদি এটা পারো তো সেটাও কেন বুঝতে নারো হে।
তুফা। তোমার মাচ্‌কো কেয়ের ধ্যাব্‌লাদারি বুঝতে নারি যে।

তুফা। মেয়ে মানুষ হোলে তোমারি একদিন, কি আমারি একদিন যা হয় একটা হোয়ে যেতো।

পলটু। তোমার মুরোদ বড় মান্ তাই ছেঁড়া ফুটো কান্।

তুফা। কিসে?

পলটু। কিসে নয়? পুরুষের বন্ধুতাই বড় বুঝেছ, তার আবার মেয়ে মানুষের ভালবাসা? এই কাজে এগুতেই দশবার পেছোও, সে কাজ কোর্ত্তে হোলে তো দেখছি পাছুটো পেছন বাগেই ঘুরে যেতো।

তুফা। তুমি চ্যাংড়া ইয়ার, তাই ওকথা বুক ঠুকে বোল্‌ছো। আমার মত যোয়ান বয়স হোলে ইয়ারকিই বল আর বন্ধুতাই বল, একটু নেড়ে চেড়ে না দেখে কখনই কোর্ত্তে এগুতে না।

পলটু। তা যোয়ান ইয়ার! তোমার নাড়াচাড়া এখনও বাকি আছে নাকি?

তুফা। না তা নেই।

পলটু। তবে দেখ্‌তে তো যাওই না, যেচে দেখ্‌তে এলেও দেখা দেওনা কেন?

তুফা। ঘরে থাকি কতক্ষণ যে দেখা দেবো? বোকা মনিবের কাজ হাসিল কোর্ত্তে যে জান্ নিক্‌লে যাচ্চে—তাতো জানো না?

পলটু। খুব জানি? কখন কোথায় কি কোচ্চ, তার খপর যদি না রাখলুম তবে আর ইয়ারকি কি?

তুফা। কি কচ্চি তা তুমি জানো ?

পল্টু। জানি না ? খরিদ্দের চাই মিনা বিবি ? মৎলববাজ চাকর এখন যেমন কোরে হোক্ চাইজ কে পাইয়ে দিগ। কেমন ? এই তো ?

তুফা। পল্টুরে! চ্যাংড়া বয়েস হোলে কি হয়, তুই আমার যথার্থ বন্ধু! আয় তোকে আলিঙ্গন করি।

(আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর)

পল্টু। (সরিয়া) উঁহুঁ! এখনও আলিঙ্গনের সময় হয় নি ইয়ার! সময় হোলে এক আলিঙ্গনে দুই ইয়ারে এক হোয়ে যাবো।

তুফা। আচ্ছা তাই সই। এখন কথা হোচ্চে এই—তুমি যখন এ বয়সে এত বড় চালাক হোয়েছো—তখন এ কাজে আমায় একটু সাহায্য কোর্ব্বে তো ?

পল্টু। সাহায্য কোর্ব্বো বোলেই তো এতটা ইয়ারকির খোসামোদ্! এখন তবে আসি, সময়ে ঠিক্ আছি জেনো।

(প্রস্থান)

তুফা। ছোঁড়া কাঁচা বয়সে খুব পাকা ঢংয়ের ঢংরিলা হোয়ে পোড়েছে, ওর দ্বারা বোধ হয় অনেক সাহায্য হবে। ওকে ? বিয়ে পাগ্‌লা জাফর বুড়ো না! হাতে ওটা কি ?

(একত্তে জাফরের প্রবেশ।)

জাফর। খস্তি দিন কাল পোড়েছে! টাকার এত মায়া ? ধেরো টাকা ফিরিয়ে পাওয়া এক রকম দায় হোয়ে পোড়েছে। যাই হোক্ আমি যে আজ ক বছরের পর আমার এই আশিটি আস্‌রফি ফেরৎ পেয়েছি, এ আমার পরম ভাগ্য বোল্‌তে হবে।

(টাকার থলিয়া দেখন)

তুফা। শিকার তো দেখ্‌ছি সুমুখে হাজির! এখন আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ঠিক্ তাগ্ কোরে মার্ত্তে পাল্লেই হয়। কি রকম শিস্ দিলে এ শিকার ভোলে তাতো আমি জানি। এখন দেখি কি কোর্ত্তে পারি? (অগ্রসর হইয়া) সেলাম জাফর সাহেব! আমি এই মাত্র—

জাফ। এই মাত্র কি তুফানি?

তুফা। এই মাত্র দেখে এলুম্—

জাফ। কাকে দেখে এলি?

তুফা। আপনার ময়না বিবিকে?

জাফ। আমার প্রাণের ময়নাকে? সত্যি নাকি তুফানি? আমার কথা কিছু বোল্‌লে? সে বড় নিদয়া! আমার কথা কিছু বোল্‌লে?

তুফা। ওকি কথা বোল্‌ছেন? সে যে আপনাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে?

জাফ। সত্যি নাকি?

তুফা। সত্যি নাকি কি বোল্‌ছেন? আপনার জন্তে সে যে কষ্ট পাচ্চে, তা দেখ্‌লে পাথরও ফেটে চৌচাক্‌লা হোয়ে যায়।

জাফ। এযে বড় সুখের সংবাদ দিলিরে তুফানি?

তুফা। আর সুখের সংবাদ! প্রেমের দায়ে বেচারি প্রাণ দিতে বোসেছে। আহা বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কেমন বোল্‌তে লাগ্‌লো, "জাফর! জাফর! কবে তোমার সঙ্গে আমার সাদি হবে? যে আগুণের জলনে আমি ছাই হোয়ে যাচ্চি; কবে তুমি সে আগুণে জল দেবে জাফর?"

জাফ। আহাহা—আর বলিসনিরে তুফানি—আর বলিস্‌নি! আচ্ছা এমন যদি, তবে ছুঁড়ি আমার সাথে লুকোচুরি খেললে কেন? যেয়ে

মানুষ দেখছি এক জাতই আলাদা। তা যাই হোক তুফানি! তোর কি রকম বোধ হয়? যদিও আমি বুড়ো হোয়েছি, চেহারার চটকটা কিন্তু আমার ঠিক যোয়ানদের মত আছে। এখনও মেয়ে মানুষ ভোলে, কেমন?

তুফা। শুধু ভোলে কি মিঞা! ভুলে একে বারে বিহ্বল হোয়ে যায়। আপনার চোক্ মুখ নাক্ অনেক যোয়ানকে ঘেন্না দেয়!

জাফ। তাতে কোরে—

তুফা। (জাফরের পকেট হইতে টাকার থলিয়া লইবার চেষ্টা করিতে করিতে) তাতে কোরে ময়না বিবি একেবারে মোহিত হোয়ে গেছে! সে এখন আপনাকে কিসের মত দেখে জানেন?

জাফ। কিসের মতরে তুফানি কিসের মত?

তুফা। স্বোয়ামির মত মিঞা—স্বোয়ামীর মত! আর এখন তার স্থির সংকল্প হোয়েছে—

জাফ। কি সংকল্পরে কি সংকল্প?

তুফা। সংকল্প এই, যে যাই ঘটুক না কেন—সে আপনার টাকার তোড়া চুরি কোর্ব্বেই কোর্ব্বে!

জাফ। কি চুরি?

তুফা। (টাকার থলিয়া লইয়া ভূমে ধীরে ধীরে নিক্ষেপ) বুঝলেন্ না মিঞা! আপনার ফুলের তোড়া!

জাফ। ওঃ বুঝলেম্। তাবেস্—এবার দেখা হোলে আমার হোয়ে দুটো ভাল কথা কোস্ তুফানি!

তুফা। যে আজ্ঞে! সেলাম!

জাফ। সেলাম। (প্রস্থান)

তুফা। খোদা আপনাকে রক্ষা করুন।

জাফ। (ফিরিয়া আসিয়া) ছি ছি তোমার কাছে এমন খোস খবর পেলুম, আমার সুবিধার জন্যে চেষ্টা কোর্ত্তে বল্লুম, অথচ তোমায় কিছু ইনাম না দিয়ে অমনি অমনি চোলে যাচ্চি।

তুফা। (স্বগতঃ) এই মজালে দেখছি। (প্রকাশ্যে) না না মিঞা আমায় এখন কিছু দিতে হবে না।

জাফ। তাকি হয় তুফানি—

তুফা। না—না আমি কিছু নেবো না! আমি পয়সা কড়ির লোভে এ কাজ কচ্চি না জান্‌বেন।

জাফ। তা জানি তবু—

তুফা। না মিঞা—না, এখন কিছু দিতে এলে আমি বড় দুঃখিত হব জান্‌বেন!

জাফ। আচ্ছা তবে আসি—সেলাম।

(প্রস্থান)

তুফা। (স্বগতঃ) আঃ রক্ষা হোলো।

জাফ। (প্রবেশ করিয়া) দ্যাখ্ তুফানি! ভাল বাসার চিহ্ন স্বরূপ আমার ময়নাকে কিছু দিতে চাই! আমি গোটা কয়েক আসরফি তোমার হাতে দিচ্চি, তুমি হয় একটা আংটি না হয় অন্য কিছু ভাল জিনিস কিনে তাকে দিও।

তুফা। থাক্ থাক্ আপনাকে এখন আস্‌রফি দিতে হবে না, আজ সকালে একজন জহুরী একটা হিরের আংটী আমার কাছে রেখে গেছে, সেটা যদি ময়না বিবির পছন্দ হয় আর তার আঙ্গুলে মানায়—তা হোলে তাকে দিয়ে আস্‌বো আপনি এর পর দাম দেবেন।

জাফ। আচ্ছা! তাই ভাল! এখন কথা হোচ্চে এই, যাতে আমি ময়নাকে পাই, তার বিশেষ চেষ্টা তোমায় কোর্ত্তে হবে।

(মনসুরের প্রবেশ।)

মন্। (ভূমি হইতে তোড়া তুলিয়া) এ টাকার তোড়া কার?

জাফ। আমার, আমার—বোধ হয় জেব্ থেকে পোড়ে গিয়ে থাক্‌বে। ভাগ্যে তুমি পেলে—নইলে আমি মনে কত্তুম হয় তো কেউ চুরি কোরে নিয়েছে। যাই হোক্, বাড়ি গিয়ে লোহার সিন্ধুকে এটা তুলে রেখে, তবে অন্য কাজ!

(বেগে প্রস্থান)

তুফা। আহা দয়াময়! এতটা না হয় নাই কোর্ত্তেন?

মন্। আমি না পেলে হয় তো বেচারির টাকা গুলো লোকসান্ হোত!

তুফা। তাতো হোত! আজ কাল আপনি যে রকম সাধুগিরি কোর্ত্তে আরম্ভ কোরেছেন তাতে দেখছি, খুব শিগ্‌গির দুজনেই মস্ত তালেবর হোয়ে দাঁড়াবো। যা কোল্লেন—খুবই কোল্লেন। বুঝলেন খুবই কোল্লেন।

মন্। কি রকম?

তুফা। রকম বেস্! সাদা কথায় বোল্‌তে হোলে বোল্‌তে হয় একটি গাছ পাকা বোক্‌চন্দরের কাজ কোরেছেন। জানেন যে আপনার বাবা একটি পয়সাও আপনাকে দেবেন্ না—অথচ টাকা না হোলে আস্‌গরকে জব্দ করা বড় সহজ হবে না। এখন যেমন কোরেই হোক—যেই আমি টাকাটির যোগাড় কোরেছি, অমনি কোথেকে এসে সব ভণ্ডুল কোরে দিয়ে বোস্‌লেন।

মন্। এঁ্যা! তবে কি ওই টাকা—

তুফা। আঁজ্ঞে হ্যাঁ গোঁ বুদ্ধিমান হ্যাঁ, ওই টাকাতেই তোমার মিনাকে বন্ধকির দায় থেকে উদ্ধার কর্ত্তুম।

মন্। এঃ, তবে তো কাজটা বড় খারাপই হয়েছে বটে! কিন্তু আমি জান্‌বো কেমন কোরে? আমায় একটু ইঙ্গিত কোর্ত্তেতো পাত্তিস্?

তুফা। অবিশ্যি আমার পেছনে দুটো চোখ্ না থাকা বড় অন্যায় হোয়েছে। এখন আর কি বোল্‌বো, অপর হোলে এ কাজ খতম কর্ত্তুম। যাই হোক্ আর যেন—

মন্। নিশ্চয় নয়—আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি, আমি কিছুতে থাক্‌বো না—কিছু বোলবো না—কিছু কোর্ব্বনা।

তুফা। বেস—এখন সোরে পড়ুন! আপনাকে দেখ্‌তে আমার ভাল লাগছে না।

(মন্‌সুরের প্রস্থান।)

তুফা। বাঁদর! কি বোল্‌বো, একটা এই রকমের রকমারি ঝঞ্ঝাট না হোলে থাকতে পারি না—নইলে এতদিন অষ্টরম্ভা দেখিয়ে অন্য মনিব চরাবার চেষ্টায় ফির্ত্তুম!

(প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মিঞাজানের বাটীর পার্শ্ব।

(বাঁদিগণের সহিত জৈনবীর প্রবেশ।)

বাঁদীগণের গীত।

জেনেছি যাতনা,　　　বুঝেছি বেদনা,
বার বার যেতে চায়না।
ফিরে যদি আসে,　　　এসে ভালবাসে,
সেই আশে বুঝি যায় না।
দেখা দিয়ে প্রাণে অনল জ্বালিয়ে,
চলেগেছে বঁধু সকলি ভুলিয়ে,
তবু তারে ভুলে, ফিরিতে এ প্রাণ্
পালাবারে পথ পায় না।

জৈনবী। (নেপথ্যে চাহিয়া) ও কারা? মন্সুরের বাপ্ আর তুফানি না? কি কথা কইতে কইতে আস্ছে। বোধ হয় আমার সম্বন্ধেই; আড়াল থেকে শুন্তে হবে তুফানি আমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা কোরেছে, তা রক্ষা করে কি না? মন্সুরের সঙ্গে আমার বিবাহ সম্বন্ধটা যদি ভাঙ্গাতে পারে তবেই জান্বো তুফানি বাহাদুর।

(সকলের অন্তরালে গমন।)

(মিঞা জান ও তুফানির প্রবেশ।)

মিঞা। তুফানি!

তুফা। কি আজ্ঞে হুজুর?

মিঞা। ছেলেটি ক্রমেই আমায় অসন্তুষ্ট কোরে তুলেছে।

তুফা। কে? আমার মনিব? তা কাকে আপনি বোলছেন? আপনিই যে কেবল অসন্তুষ্ট হোচ্চেন, তা নয়। তাঁর অকার্য্যে আমারও ধৈর্য্যচ্যুতি হোয়েছে।

মিঞা। কি রকম কথা? যে সব অকার্য্যের সংবাদ আমি পাই, আমি জানি তাতে তোরা দুজনেই লিপ্ত!

তুফা। ও কথা বিশ্বাস কোর্বেন না প্রভু! আমাতে তাঁতে এখন প্রায়ই কোন না কোন বিষয় নিয়ে মতের মহা অনৈক্য হয়। এমন দিন যায় না যে দিন তাঁকে তাঁর কর্ত্তব্য কার্য্য আমি স্মরণ করিয়ে না দিই। এই কিছু আগে জৈনবী বিবির সঙ্গে তাঁর বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে মহা বিবাদ হোয়ে গেল।

মিঞা। বটে! তবে তো আমি বড় ভুল বুঝেছিলুম। আমি জানতুম তুই তার সর্ব্বকার্য্যে পরামর্শ দাতা!

তুফা। হা খোদা! হা পরবর দেগার! মিঞা সাহেব! আমি সৎপরামর্শ বই কখনও যদি বদ্‌পরামর্শ দিয়ে থাকি তা হলে আমি যা বলি কই, সব যেন মিথ্যা হয়। আমি প্রায়ই তাঁকে বোলে থাকি, "খোদা এমন সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট পিতা আপনাকে দিয়েছেন, আপনি তাঁর মুখ উজ্জ্বল কোরে, তাঁর মত বিশিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে নিজের আসন পেতে বসুন।"

মিঞা। এ তো খুব ভাল কথা! এ কথার উত্তর দেয় কি?

তুফা। উত্তর আর কি দিবেন? কতকগুলো বাজে কথা কোয়ে আমার কথা কাটিয়ে দেন—আর না হয় ধোমকে সারেন। তবে এ কথাও অবশ্য বোলতে হবে যে, এখনও তাঁর প্রাণের ভেতর উচ্চ ভাব

সব ঠিক্ আছে, কেবল কাঁচা বুদ্ধির দোষে মাটি হবার যোগাড় হোয়েছে। যদি আমায় বোল্‌তে হুকুম দেন তা হোলে বলি, যে আপনি ইচ্ছে কোল্লেই তাঁকে খারাপ পথ থেকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারেন।

মিঞা। কি কোরে পারি—তুই স্বচ্ছন্দে বল্।

তুফা। মিঞা সাহেব কথাটা কিছু গুপ্ত হিসেবের, হঠাৎ প্রকাশ হোলে—

মিঞা। তুই বল্‌না রে—প্রকাশ হবে না।

তুফা। (এদিক ওদিক চাহিয়া মৃদুস্বরে) দেখুন আপনার পুত্রটী একটি বেদের মেয়ে বাঁদিকে ভালবেসে ফেলেছেন।

মিঞা। হাঁ—এ কথা আমি শুনেছি বটে, কিন্তু আজ তোর কথায় ঠিক্ বিশ্বাস হোলো।

তুফা। এখন বোধ হয় মিঞা সাহেব বুঝ্‌তে পাল্লেন, আমি তাঁর অসৎসঙ্গী কি না।

মিঞা। ঠিক্ বুঝ্‌তে পাচ্চি। এতদিন আমি ভ্রমে পোড়েছিলুম।

তুফা। এখন কথা হোচ্চে এই, তাঁকে ফেরাতে হোলে (এদিক ওদিক চাহিয়া) আমার ভয় হোচ্চে পাছে তিনি শুন্‌তে পান্।—তাঁকে ফেরাতে হোলে ওই বাঁদি ছুঁড়িকে কিনে নিয়ে কোন দূর দেশে পাঠিয়ে দিতে হয়। গফুর মিঞার সঙ্গে জাফর মিঞার খুব ভাব সাব আছে, এখনি গিয়ে তিনি ছুঁড়িকে কিনে আসুন্। আমার সঙ্গে কয়েকজন বাঁদি বিক্রেতার খুব আলাপ আছে। আপনার টাকাটা তাদের কাছ থেকে আদায়ও হবে—ছুঁড়িও একেবারে দেশান্তরি হোয়ে যাবে। তারপর স্বচ্ছন্দে আপনি যা মৎলব কোরেছেন, তারি সঙ্গে বিবাহ দিলেই চুকে বুকে যাবে। চোখের নেশা না দেখ্‌তে পেলেই মিটে যাবে।

মিঞা। এ কথাটা ঠিক্ কানে লাগলো। এই পরামর্শই ঠিক্। আমি এখনি জাফরের কাছে গিয়ে এর ব্যবস্থা করিগে। খানিক পরেই তোর হাতে ছুঁড়িকে এনে দেবো, যা কোর্ত্তে হয় তুই করিস্।

(প্রস্থান।)

তুফা। সাবাস আমি! বাহবা আমাকে! এখন মনিব সায়েবকে একথা জানাইগে! চতুর চুড়ামনী আর তাদের চাতুরির চিরদিন জয় জয়কার হোক্!

(প্রস্থানকালে অন্তরাল হইতে জৈনবীর প্রবেশ।)

জৈনবী। হ্যাঁরে হতভাগা পাজি নচ্ছার! এই বুঝি আমার কাজ করা? তুই পষ্ট প্রতিজ্ঞা কোরে, খোদার নামে শপথ নিয়ে বোলে এলি, যে, যেমন কোরে হোক্ মন্‌সুরের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে, যাতে মাস্‌গরের সঙ্গে বিবাহ হয়, তারি চেষ্টা কর্ব্বি; এই বুঝি সেই চেষ্টা? মুখ নাড়তে চেষ্টা করিস্‌নি। আমি এই মাত্র স্বকর্ণে সব শুনেছি। তুই স্বচ্ছন্দে আমায় ঠকাতে বোসেছিস্? আচ্ছা দেখি তোর মৎলব কেমন কোরে হাসিল হয়? তোর বাঁদি কেনা আমি এখনি গিয়ে বন্ধ কচ্চি।

তুফা। এহে হে—আপনি তো বড় রাগি দেখ্‌ছি। হঠাৎ কথাটা না বুঝে একেবারে রেগে কাঁই। আপনি যে রকম অপমান কোল্লেন, তাতে আমার ইচ্ছে হচ্চে—আপনাকে বলি, আপনার যা ইচ্ছে হয় তাই করুন, আপনারই জন্যে আমার যা মৎলব, তা ফেঁসে যাগ্।

জৈনবী। আমারই জন্যে কি রকম? আমি স্বচক্ষে যা দেখ্‌লুম, স্বকর্ণে যা শুন্‌লুম, তা তুই অস্বীকার কচ্চিস্!

তুফা। অস্বীকার? উঁহুঁ না। কিন্তু আমি যে কৌশলটা কচ্ছিলুম,

তা আপনারই সুবিধার জন্যে কি না, সেটা একবার আমায় জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিলনা কি?

জৈনবী। কি রকম!

তুফা। রকম আর কি? আমি যে এক ঢেলে দুই পাখি মাচ্চি, তা তো বুঝলেন না। দুই বুড়োকেই ঠকিয়ে আমার মৎলব হাসিল কোর্ব্বো এই চেষ্টা। এক বুড়োর টাকায় অপর বুড়োর বাঁদি কেনা! বাঁদি আমার হাতে এলেই বাস্—মনসুর তার হবে! আপনার বাপজীও রাগের মাথায় আপনাকে আস্গর সাহেবের হাতে, স্বেচ্ছায় তুলে দেবেন।

জৈনবী। ওঃ তুফানি! তবে এ মৎলবটা আমারই সুবিধের জন্যে কোরেছিস্?

তুফা। তা না তো কার জন্যে বিবি সাহেব! তা বেস্ হোয়েছে, এই নাকে কানে খৎ আর কারোর ভালর জন্যে কোন মৎলব কোর্ত্তে গিয়ে —তারির কাছে চোর-ছ্যাঁচড়-বদমাইস নাম নোবোনা। এখন আসি, আমার ঠিক মুখের মত হোয়েছে।

জৈনবী। (থামাইয়া) ছিঃ তুফানি! আমার ওপর রাগ করিস্নি, আমি মেয়ে মানুষ বই তো নয়!

তুফা। না না আমায় যেতে দিন। আমি মৎলব ওল্টাচ্চি! আর আমার গালাগালি শোনবার সখ্ নেই। আপনি আমার মনিবের সঙ্গে বিবাহিত হোয়ে সুখে থাকুন।

জৈনবী। নারে তুফানি। রাগ করিস্নি! আমি বড্ড ভুল কোরে ফেলেছিলুম। এই নে এই নিয়ে আমায় মাপ্ কর।

তুফা। (অর্থ লইয়া) অবিশ্যি—ওটা আপনার বেশির ভাগ বলা। আমি যে সত্য সত্যই মৎলব ওল্টাচ্চি, তা নয়। তবে কি জানেন, আত্ম

সম্ভ্রমের গোড়ায় ঘা দিলে—আমার বড় অভিমান হয়। তা হোক্ আমার রাগটা কোমে এসেছে। আত্মীয় বন্ধুর ভুলচুক সব সময়ে ধর্ত্তব্য নয়।

জৈনবী। সে কথা ঠিক্। এখন কথা হোচ্চে এই যে, মৎলব কোরেছ তা হাসিল হোলে—আমি কি আমার প্রাণের নিধিকে পেতে পার্‌বো?

তুফা। কোন চিন্তা কোর্ব্বেন না। যেমন কোরে হোক্, আমি আপনার কার্য্য সাধন কোর্ব্বই কোর্ব্ব! এ মৎলবে না হয় দোস্‌রা আছে।

জৈনবী। বেস্। কার্য্য সাধন হোলে আমিও তোমায় বিশেষরূপে পুরস্কৃত কোর্ত্তে ভুলবো না।

তুফা। আমি শুধু পুরস্কারের লোভে কাজ করি না জান্‌বেন।

জৈনবী। ভদ্রের লক্ষণই এই। তবে এখন আমি আসি।

(একদিকে প্রস্থান ও অন্য দিক হইতে মনসুরের প্রবেশ।)

মন্। এই যে! ছি ছি ছি তুই এম্‌নি কোরেই আমার কাজ কর্ব্বি বটে? এখনি যে সব মৎলব জাহান্নমে গেছলো! ভাগ্যে আমি জান্‌তে পেরেছিলুম—নইলে জাফর মিঞা এতক্ষণ কোন কালে মিনাকে কিনে নিয়ে শোরে যেতো! বেটা যে বিয়ে পাগলা তার হাতে পোড়্‌লে কি আর ফিরে পেতুম। আমি আগে ভাগে গিয়ে গফুর বুড়োকে নানা রকম ভয় দেখিয়ে বেচা বন্ধ কোরে এসেছি।

তুফা। বেস্ কোরেছ, এমন না হোলে বুদ্ধিমান বলে! ছি ছি ছি। গর্দ্দভের যে বুদ্ধি আছে সে বুদ্ধিও যে আপনার নেই। তিন তিনবার মৎলব খাটালুম তিন্ তিন্ বারই তা পণ্ড কল্লে। আরে সায়েব, তোমার বাপের টাকায় জাফর মিঞাকে দিয়ে কিন্‌তে পাঠানো যে আমার মৎলব।

কথা হোয়েছিল নিনা বিবিকে এনে তাঁরা আমার হাতে দেবেন। তাতো খুব্‌ই হোলো! এমন বকেশ্বরের চাকর হওয়ার চেয়ে একটা বাঁদরের সেবা করা যে আমার ভাল ছিল। দূর্ হোগগে আর এ কাজে থাক্‌বোনা। (বেগে প্রস্থান।)

মন্। তাই তো! কাজটাযে বড়ই গর্হিত হোয়ে গেল। বেটা যে রকম রেগেছে ওকে থামানোই দায়। যাই হোক্ থামাতেই হবে। দুপেয়ালা সরবৎ খাইয়েই হোক্, বা চার পেয়ালা সিরাজি খাইয়েই হোক্ যেমন কোরে পারি থামিয়ে অন্য কোন কৌশলের বন্দেজ কোরে নেওয়া চাই।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মিঞা জানের বাটির দ্বার।

(তুফানি ও পল্টুর প্রবেশ।)

পল্টু। যোয়ান ইয়ারের—হাল্‌কা হাসি মুখ খানা আজ যে এত ভার্ ভার্? ব্যাপার কি?

তুফা। রাগ হোয়েছে।

পল্টু। কত ওজনের রাগ? তোলা ভোর না সের ভোর?

তুফা। মন্ ভোর্!

পল্টু। তাই তো—তা হোলে—

তুফা। তা হোলে আর কি? হয় কাজের খতম, নয় দেশত্যাগের বন্দোবস্ত!

পলটু। তা হোলে—লোকে কি বোল্‌বে জানো?

তুফা। কি বোল্‌বে?

পলটু। বোল্‌বে—আমার বুদ্ধিমান যোওয়ান ইয়ারের—বুদ্ধির গোড়ায় জল শুকিয়েছে। আর কি কোর্ব্বে জান?

তুফা। পেছনে হাত তালি দেবে? এই তো? উঁহুঁ সেটা হোতে দেবোনা।

পলটু। এটাতে পেছপাও হোলেই সেটা হবে।

তুফা। তবে পেছপাও হব না।

পলটু। হাঁ এই বার ঠিক্ হোয়েছে। তবে আর কি আবার লড়ায়ের পোষাক আঁটো। এবার যেন আর হার মানতে না হয়। এবারকার বুদ্ধিটা যেন পাকা হয়।

তুফা। সুধু পাকা—গাছ পাকা।

পলটু। ঐ যে তোমার মনিব আস্‌ছে, আমি আসি।

(একদিকে প্রস্থান, অন্য দিক হইতে মনসুরের প্রবেশ।)

মন্। এবারটা আমার মাফ্ কর তুফানি, আর অমন কাজ হবে না।

তুফা। আচ্ছা সায়েব! এবারও তোমার কথা শুনলুম। ওই জাফর মিঞার কাছ থেকেই টাকা নেবো। কিন্তু দেখো আবার যেন মজিও না। তা যদি হয়, তা হোলে আর আমি কিছুতে থাক্‌বোনা এই আমার সাফ্ জবাব।

মন্। আমি নিশ্চয় বলছি আর বোকামি কোর্ব্ব না।

তুফা। দেখো সায়েব কথা যেন ঠিক্ থাকে। এবার যে কৌশল

করিছি, সেটা বড়ই কঠিন। বড়ই সাহসের কাজ কোরে বসেছি। তোমার বাপ যখন সোজায় মোরে, সম্পত্তিটে তোমায় ভোগ কোর্ত্তে দিচ্চে না, তখন কাজে কাজেই তাঁকে মেরে, ফেলতে হয়েছে।

মন্। (চমকিয়া) সে কি? সে কি?

তুফা। চোম্‌কোনা সায়েব! চোম্‌কোনা। এ সত্যি মারা নয়। সহরে রটিয়ে দিয়েছি যে, কর্ত্তা হঠাৎ সর্দ্দি গর্ম্মিতে মারা গেছেন। এ'দিকে তাঁকে একেবারে সহর ছাড়া কোরেছি।

মন্। কি কোরে?

তুফা। বুলান্দ গ্রামে আপনাদের যে সম্পত্তি আছে, একটা লোককে দিয়ে তাঁকে বলালুম, যে সেথায় একটা ক্ষেতে খুঁড়তে খুঁড়তে, বড় আসরফির একটা হাণ্ডা দেখা গেছে। এই যেমন শোনা, কর্ত্তা অমনি সব চাকর বাকরকে সঙ্গে করে, একেবারে তাঁর সাঁড়িনি সওয়ার হোয়ে বুলান্দ গ্রামে রওনা হোয়ে গেছেন, বাড়িতে আর কেউ নেই। এদিকে আমি অমনি একটা বালিস কাপড় ঢাকা দিয়ে কফিনে পুরে ফেলেছি। এইতো গেল কৌশল। এখন তোমায় যা কোর্ত্তে হবে—বেস্ সাবধান হোয়ে কোর্ব্বে বুঝলে?

মন্। কি কোর্ত্তে হবে?

তুফা। ক্ষণেক কান্না, আর জাফর মিঞার কাছে থেকে কিছু টাকা আদায় করা—বুঝলে?

মন্। হাঁ বুঝেছি। এ কাজ ঠিক্ বোর্ব্ব।

তুফা। আমি চল্লুম। এইবার জাফর মিঞাকে পাকড়া কোরে আনিগে।

(প্রস্থান।)

মন্। (স্বগতঃ) কাজটা কিন্তু গুরুতর হোলো না ? বাপ্‌জী যখন শুন্‌বে তখন কি মনে কোর্ব্বে ? কি আর মনে কোর্ব্বে ? খুব চোট্‌বে আর কি ? তা প্রেমের দায়ে সবাই সব করে, আমিও না হয় এই একটা কোরে ফেলেছি। এতে যদি মিনাকে পাই, তা হোলে বাপজীকেও থামাতে পার্ব্বো। এই যে জাফর মিঞাকে নিয়ে তুফানিটা ঝাঁ কোরে চোলে এল। (বাটীর মধ্যে প্রবেশ।)

(জাফর ও তুফানির প্রবেশ।)

তুফা। এতো মিঞা আশ্চর্য্য হবার কথাই।

জাফ। তাই তো এ রকম মরা—

তুফা। তাঁর খুবই অন্যায় হোয়েছে।

জাফ। একটা ব্যায়ারাম স্যায়রামও হোল না ?

তুফা। ঠিক্ তো। এত তাড়াতাড়ি কোরে—কেউ মরে না।

জাফ। মন্‌সুর কি কোচ্চে ?

তুফা। তিনি পিতার শোকে উন্মত্ত প্রায়! থেকে থেকে মৃতের কাছে গিয়ে নিজের মৃত্যু প্রার্থনা কোচ্চেন। আমি তাই তাড়াতাড়ি কাপড় দিয়ে ঢেকে, মৃত দেহটিকে কফিনে পুরে ফেলেছি।

জাফ। সেটা অত তাড়াতাড়ি না কোরে—আজ সন্ধ্যার সময় কোল্লেই হোতো। আমি একবার বন্ধুকে শেষ দেখা দেখে নিতুম্।

তুফা। আহা এমনি ইচ্ছাই হয় বটে। সে যাই হোক্ এখন আমাদের যে কথা হচ্ছিল মন্‌সুর সাহেবের ইচ্ছা যে তিনি খুব জাঁকজমকের সহিত পিতাকে কবরস্থ করেন। আপনি তো জানেন তিনি যথেষ্ট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হোয়েছেন। তবে কিনা নগদ টাকা কড়ি এখন

অধিক নাই, তাই আপনাকে অনুরোধ কোত্তে বোলেছেন, আপনি যদি কিছু টাকা তাঁর উপস্থিত ব্যয় জন্য—

জাফ। অবশ্য! সে কথা তো তুমি আগেই আমায় বোলেছো। আচ্ছা আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এখনি তার সুবন্দোবস্ত কচ্চি। (বাটির মধ্যে প্রবেশ।)

তুফা। এ পর্য্যন্ত তো ভালই চোল্ল। এখন শেষ রক্ষাই রক্ষা। বুদ্ধিমানটি আমার সব পণ্ড না করে! যে হাঁদা, বড় মানুষের ছেলে না হোলে ওকে এদ্দিন ভিক্ষে কোরে খেতে হোতো। এখন দেখা যাক কিনারায় এসে না ভরাডুবি হয়।

(বাটির মধ্য হইতে জাফর ও মন্সুরের আগমন।)

জাফ। আহা—অবস্থা দেখে আমার প্রাণটা যেন কেমন কোরে উঠ্লো। এত শিগ্গির যে ভায়ার মরণ হবে এ আমরা কেউ ভাবিনি। আজ সকালে অমন সুস্থ দেখলুম, এর মধ্যেই সব শেষ হোয়ে গেল।

তুফা। এ বড়ই দুঃখের কথা। (ইঙ্গিত)

মন্। (ক্রন্দনস্বরে) ওহো হো!

জাফ। মন্সুর। ক্ষান্ত হও বাবা! মৃত্যুর হাত হোতে রুমের বাদ্সারও এড়ান্ নেই।

মন্। ওহো হো।

জাফ। মৃত্যুর কালাকাল বিচার নেই বাপু? আবশ্যক হলেই আসে আর নিয়ে যায়।

মন্। ও হো হো!

জাফ। আত্মীয় স্বজন হাজার বুকই চাপ্ড়াগ্ কেঁদে কাটিয়েই দিক্ সে দৃকপাতও করে না।

মন্।—ওহো! ওহো!

তুফা। শোকটা এঁকে বড়ই লেগেছে; সহজে শান্ত করা দুষ্কর!

জাফ। অবশ্য! তাতো হোতেই পারে। তা বাপু! অতটা না কোরে, যাতে ক্রমে ক্রমে শোকটা ভুল্‌তে পারো, তার চেষ্টা কোরো।

মন্। ওহো! ওহো!

তুফা। মিঞা সাহেব! এখন ওঁকে কিছু বলা বা প্রবোধ দেওয়া বৃথা।

জাফ। তা দেখ বাপু! তোমার এই চাকরের মুখে শুনে, আমি তোমার আপাততঃ খরচের জন্য এই টাকা এনেছি। যাতে খুব ভাল রকম কোরে পিতাকে কবরস্থ কোর্ত্তে পার, এ টাকায় তার যথেষ্ট সঙ্কুলান হবে।

মন্। ওহো হো—ওহো হো—ওহো হো!

তুফা। দেখ্‌ছেন; কবরস্থের কথা শুনে ওঁর শোকটা কত বেশি হোয়ে উঠ্‌লো?

জাফ। আমি তোমার পিতার কাছে অনেক টাকার দেনদার আছি। ক্রমে তা পরিশোধ কোর্ব্ব। এখন এই টাকা নিয়ে আপন কার্য্যোদ্ধার কর।

মন্। (টাকা লইয়া) ওহো হো!　　　　(প্রস্থান)

তুফা। আহা! শোকে বেচারি চোখে কানে দেখ্‌তে পাচ্চে না।

জাফ। তুফানি! টাকাটার এক খানা রসিদ পেলে ভাল হোত না?

তুফা। ওহো হো!

জাফ। এ পৃথিবীতে কার কখন কি হয় বলা তো যায় না।

তুফা। ওহো হো!

জাফ। তুফানি! আমার রসিদ একখানা চাই।

তুফা। এখন উনি যে রকম শোকার্ত্ত, তাতে এখন রসিদের কথা বলা যায় না। একটু শান্ত হোলে, আমি নিজে আপনাকে রসিদ দিয়ে আস্‌বো। এখন আসি! সেলাম। দুঃখে আমার ও বুকটো ফেটে যাবার যো গাড় হোয়েছে। ওর কাছে গিয়ে এক সঙ্গে খুব খানিকটা কাঁদিগে; ওহো হো!

(প্রস্থান)

জাফ। দুনিয়াটায় কেবল বিপদ,—কেবল বিপদ! যে দিকে ফেরা-যায় সেই দিকেই যেন বিপদ হাঁ কোরে গিল্‌তে আসে। বিপদের দায়ে মানুষ অস্থির হোয়ে ঘুরে বেড়ায়!

(একান্তে মিঞাজানের প্রবেশ।)

জাফ। হা আল্লা! একি দেখি? মিঞাজান কফনের ভেতর থেকে উঠে এল নাকি? হা খোদা! বেচারির আত্মার কি বিরাম হোল না? মরণের পর মুখখানা কি বিকট ভাব ধারণ কোরেছে! এ ধারে এসোনা এধারে এসোনা! মরা মানুষকে আমি কিছুতেই ছুঁতে পারি না।

মিঞা। কি হোয়েছে হে! এত ভয় কিসের?

জাফ। ওই—ঐখান থেকেই বল দাদা। ফিরে এলে কেন? আমার কাছে বিদায় নিতে যদি এসে থাক, তা হোয়েছে, এখন সোরে যাও! আর যদি তোমার আত্মার মঙ্গলের জন্যে, মস্‌জিদে খোদার নাম লওয়াতে-চাও, আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি তাতে যা খরচ লাগে আমি নিজে দিয়ে করাবো। আর আমায় ভয় দেখিয়ো না। আল্লার দোহাই সোরে যাও! খোদার দোহাই কফিনে গিয়ে শোও গে! খুব বড়মানুষি হিসাবে তোমার কবর দেওয়াব।

মিঞা। কি পাগলের মত বোক্‌ছো। যদিও আমি বিরক্ত হোয়ে আস্‌ছি, তবু তোমার কারখানা দেখে হাসি চাপতে পাচ্চি না।

জাফ। কি আশ্চর্য্য! মরা মানুষ আবার হাসে?

মিঞা। একি ঠাট্টা কোচ্চ, না পাগল হোয়ে গেছো? জ্যান্ত মানুষকে মরা বোল্‌ছো কেন?

জাফ। আচ্ছা দাদা! কেন অমন কর? তুমি সত্যি সত্যি মোরেছ এই মাত্র যে আমি দেখে এলুম?

মিঞা। কি আশ্চর্য্য! আমি নিজে কিছুই টের পেলুম না, অথচ মলুম?

জাফ। তুফানি গিয়ে যখনি আমায় খপর দিলে, তখনই আমার বুক যেন ফেটে গেল।

মিঞা। তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছ, না জেগে আছ? আমায় চিন্তে পাচ্চ না?

জাফ। তোমার চেহারা খানা এখনও কতকটা সেই রকম বটে! কিন্তু কে জানে এখনি হয়তো মূর্ত্তি বদলাতে পার? ভূত প্রেত না পারে কি? যাই হোক্‌ দাদা—কোন বিভীষিকা মূর্ত্তি দেখিয়ে আমায় ভয় দেখিও না। একেই তো আমার—

মিঞা। দেখ জাফর! অন্য সময় হোলে আমি এই রহস্য নিয়ে খুব আমোদ কোর্ত্তে পার্ত্তুম। কিন্তু আমার এই মরণের কথা, আর গুপ্ত-ধনের কথা যখন তুফানি বেটা রটিয়েছে, তখন আর আমোদের সময় নেই। সে বেটা অতি পাজি, অতি অজ্ঞ! নিজের কার্য্যোদ্ধারের জন্যে সে বেটা সব কাজ কোর্ত্তে পারে।

জাফ। সেকি? তবে কি আমাকেও ঠকালে নাকি? আমাকেও

বাঁদর নাচালে নাকি? এসতো ভাই তোমায় একবার ছুঁয়ে দেখি—ঠিক্ জ্যান্ত কিনা। (ছুঁইয়া) এই তো ঠিক জ্যান্ত তুমি? তবেই তো? বেটা তো আচ্ছা ঠকিয়েছে। তা যাই হোক্ ভাই, এখন আমার টাকা গুলো ফেরৎ পাবার কি হবে? আমি যে তোমার কবরস্থ করবার খরচের হিসেবে অনেক গুলো টাকা ধার দিয়েছি।

মিঞা। টাকা? ওঃ এখন আমি সব বুঝতে পাল্লুম। বেস হোয়েছে! তোমার টাকা এখন তুমি ফিরিয়ে পাবার জন্তে নিজে চেষ্টা কর। আমি বেটার নামে কোতোয়ালিতে গিয়ে নালিস কোরে আসি।

(প্রস্থান)

জাফ। তাই তো, পাকা চুলো বুড়োকে বেটারা এমনি কোরে ঠকালে? কি বাঁদর আমি! পাজি বেটা যা বোল্লে তাই বিশ্বাস কোল্লুম; ছি ছি ছি লোকে শুনলে বোলবে কি? ওইনা, মন্সুরটা আস্‌ছে? দেখি যদি টাকাটার কিছু কিনারা কোর্ত্তে পারি।

(একান্তে মন্সুরের প্রবেশ।)

মন্। (স্বগতঃ) এবার আর বুড়ো গফুর যায় কোথা? এই টাকায় আমার কাজ ঠিক হাসিল হবে।

জাফ। তুমি একটু শান্ত হোয়েছ দেখে আমি বড় সন্তুষ্ট হোলেম।

মন। না মিঞা সায়েব! পিতৃশোক এজন্মে ভুলবোনা! ওহো হো।

জাফ। হাঁ—আমি যা বোল্‌তে এসেছি। আজ যে আস্‌রফি গুলো তোমায় দিয়ে গেছি—বাড়ি গিয়ে বুঝতে পাল্লুম সে গুলোর অধিকাংশই মেকি। তাই এই ভাল আস্‌রফি এনে সে গুলো ফিরিয়ে নিতে এসেছি। আজকাল বাজারে একদল জুয়াচোর বড়ই মেকি চালাচ্চে। একবার ধরা পোড়লে হয়? শুলে নয় শালে বেটাদের জান দিতে হবে।

মন্। আপনার কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ হোলেম। তা এর মধ্যে কোন গুলো মেকি, কোন গুলো আসল, তাতো আমি বুঝতে পাচ্চি না।

জাফ। সেটা আমি দেখ্‌লেই বুঝতে পার্ব্ব! কই দেখি। (তোড়া গ্রহণান্তে) এতে সব আছে ?

মন্। হাঁ!

জাফ। আঃ বাঁচলুম! রক্ষা হোল। বড় কষ্টের ধন তোমরা, ফিরে যে পেলুম এই ঢের। এখন পকেটের ভেতর ঢুকে পড়তো। মন্‌সুর! তুমি পাকা জুয়াচোর! বেস্ বিদ্যে শিখেছ। জ্যান্ত মানুষকে মারা কম বুদ্ধির কাজ নয়? আর, আজ বাদে কাল যে শ্বশুর হোতে যাচ্ছিল, তারও খুব খাতির রাখছিলে? খুব জামাই বেচেছিলুম যা হোক! এখন যাও, মানের ভয় থাকে তো গলায় দড়ি দিয়ে, না হয় জহর খেয়ে মরগে!

(প্রস্থান)

মন্। এঃ! একি হোয়ে গেল? নিজেদের জালে নিজেরাই পড়লুম? কিন্তু একি আশ্চর্য্য! এর মধ্যে বুড়ো বেটা সব টের পেলে কি কোরে? দেখি তো!

(প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গফুরের ও অন্যান্যের বাটির সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গন।

(ভূকানির প্রবেশ।)

ভূকা। কোথায় গেল? সমস্ত জায়গা খুঁজে এলুম, কোথাও তো দেখতে পেলুম না। ওই যে আসছে।

(মনসুরের প্রবেশ।)

এই যে? কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? আর দেরি কেন? দিন্, টাকা গুলো দিন্, এখন কার্য্য শেষ কোরে ফেলি। আস্গর তকে তকে আছে; সেটা জানেন্ তো।

মন্। তা তো জানি। কিন্তু এদিকে যে সর্ব্বনাশ হোয়ে গেছে। আমার অদৃষ্টে কি আছে তাতো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

ভূকা। কেন? আবার কি হ'লো? টাকা গুলো আছে তো?

মন্। সেই কথাই বল্‌ছি। খানিক আগে জাফর মিঞা ফিরে এসে বোল্লে, যে, যে আস্‌রফি গুলো দিয়ে গিয়েছি, তার অধিকাংশই মেকি; সেই জন্ত ভাল আসরফি বদলে দিতে এসেছি। আমি তোড়াটা তার হাতে দিলুম। সে তখন আমাকে জোচ্চোর চৌচ্চর বলে গালাগালি দিলে, আর বোলেগেল আমাদের চাতুরি সব ধরা পোড়েছে।

ভূকা। সত্যি? না ঠাট্টা কোচ্চেন?

মন্। না ভূকানি, ঠাট্টা নয় সত্যি।

ভূকা। ঠিক সত্যি?

মন্। হাঁ ঠিক সত্যি। আমি তো একেবারে বোকা বোনে গেছি আর বেস্ বুঝতে পাচ্ছি, তুমি আমার ওপর ভয়ানক চোট্‌বে!

তুফা। কে? আমি? ভারি দায়! আমি এমন বাঁদর নই! রাগে শরীর মন খারাপ হয়! যা ঘটে ঘটুক না আমি কেন চটি? মিনা বিবি স্বাধীন হোক্, বা বাঁদিই থাকুক; আস্‌গর তাকে ফিরুগ, বা নাই ফিরুগ; আমার কি? আমি গ্রাহ্য করি না।

মন্। না না, অমন তাচ্ছল্য ভাবের কথা কোস্‌নি তুফানি। ভাখ ইটুকু নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ যদি না হোত্তো, তা হোলে তুই কতই সুখ্যেৎ কর্ত্তিস্! এই মিথ্যে মরার ব্যাপারে আমি যে শোকের কারখানা দেখিয়েছি, তাতে পাকা পাকা লোকেও আমায় ধোত্তে পারেনি।

তুফা। আরে বাপরে, এমন কাজ কি আর কেউ কোর্ত্তে পারে?

মন্। দেখ্ তুফানি—আমি বুঝতে পাচ্ছি, আমি নিন্দের কাজ করিছি। কিন্তু তুই যদি আমায় কখনও ভাল বেসে থাকিস্, তা হোলে যাতে আমার ভাল হয় তাই তোর করা উচিত।

তুফা। আমি মহাশয়ের চির কৃতজ্ঞ দাস। তবে কিনা আমার অবসর নেই।

মন্। তুফানি! তোকে আমি এত ভালবাসি—

তুফা। আমি তোমার কথায় কান দিচ্চি না।

মন্। এই উপকারটা আমার কর্!

তুফা। কিছুতেই না।

মন্। যদি কিছুতেই তোর মন ফেরাতে না পারি, আমি তা হোলে আত্মহত্যা কোর্ব্ব।

তুফা। স্বচ্ছন্দে কর, কেউ বাধা দেবে না।

মন্। তোর মন ফির্বে না?

তুফা। না।

মন্। এই দেখ্‌ছিস্—আমি তরওয়াল খুললুম্!

তুফা। তাতো দেখ্‌ছি।

মন্। দি আমার বুকে বসিয়ে!

তুফা। যা ভাল বোঝেন করুন।

মন্। আমি আত্মহত্যা কোল্লে তোর মনে কষ্ট হবে না?

তুফা। কিছুমাত্র না।

মন্। তবে বিদায় তুফানি।

তুফা। যে আজ্ঞা প্রভু।

মন্। কি!

তুফা। মোর্ত্তে হয়তো শিগ্‌গির করুন। অত দেরি কচ্চেন কেন?

তুফা। ওঃ বুঝেছি, আমার পোষাক আষাক নিবি বোলে তাই আমায় তাড়াতাড়ি মোর্ত্তে বলছিস্।

তুফা। আমি বরাবর জানি তোমার মুখের সাহস! আজকাল অনেকে কথায় কথায় মোর্ব্বো বলে, কিন্তু কজন্‌সময়ে তার হিসাব রাখেন কি সায়েব।

(গফুর মিঞার সহিত কথা কহিতে কহিতে আস্‌গরের প্রবেশ।)

মন্। ওকি? গফুর বুড়োর সঙ্গে আস্‌গর যে! ও নিশ্চয়ই আমার মিনাকে কিন্‌তে এসেছে। হায় হায়! কি হবে?

তুফা। কি আর হবে? আস্‌গর সাহেব মিনাকে কিনে নিয়ে যাবে। বেস্ হবে, উত্তম হবে। আমার খুব আহ্লাদ হোচ্চে। এ তোমার বোকামি আর ধৈর্য্য না ধরবার ফল।

মন্। এখন আমি কি করি? একটা পরামর্শ দেনা তুফানি!

তুফা। আমার কাছে আর কোন পরামর্শ নেই।

মন্। আচ্ছা নাই থাক্, আমার আছে। আমি ওর সঙ্গে একটা ঝগড়া বাধাইগে।

তুফা। তাতে তোমার কি লাভ হবে?

মন্। তবে বল্ কি হোলে আস্গরের কাজে বাধা পড়ে?

তুফা। আচ্ছা এবারও মাফ্ করলুম। এখন সোরে যাও, আমি ওর মনোগত ভাবটা বুঝি!

(মনসুরের প্রস্থান।)

গফুর। (আস্গরের প্রতি) তোমার লোক এলেই সমস্ত মিট্‌বে।

(প্রস্থান।)

তুফা। আস্গর সাহেবের মৎলব মাটি কর্ত্তে হোলে, কোন গতিকে ওর বিশ্বাসপাত্র হওয়া চাই। তা ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই।

(প্রস্থান।)

আস্। খোদার দয়ায় কার্য্য সিদ্ধ হোতে আর বিলম্ব নাই। এতে আর কেউ বাধা দিতে পার্কে না। যে যত মৎলবই আঁটুক্ না, মিনাকে আর নিতে পাচ্চে না।

তুফা। (নেপথ্যে) খুন্ কোল্লে! খুন্ কোল্লে! কে আছে রক্ষা কর। উ হু হু হু। দূর নরাধম! দূর পিশাচ!

আস্। একি গোলমাল? কে কাকে খুন করে—

(ছিন্ন ভিন্ন বেশে রক্তাক্ত কলেবরে তুফানির বেগে প্রবেশ।)

একি? কে তোমার এ দুর্দ্দশা কোল্লে?

তুফা। হায় হায় সাহেব! লাঠির বাড়ি প্রায় দুশো খা মেরেছে।

আস্। কে?

তুফা। আর কে? মন্সুর সাহেব।

আস্। কেন?

তুফা। বিনা কারণে, গলা ধাক্কা মেরে আমায় তাড়িয়ে দিয়ে; আবার পেছনে পেছনে এসে, লাঠির বাড়ি আমার হাড় গুড়ো করে দিয়েছে।

আস্। ছিঃ এ কাজটা তার ভাল হয় নি।

তুফা। আপনিই বুঝুন্! আমি কিন্তু সাহেব এর শোধ না নিয়ে সহজে ছাড়বো না। হারে নিষ্ঠুর! হারে পাষণ্ড! চাকর বলে কি আমার আত্মসম্মান বোধ নেই! এতদিনের বিশ্বাসী চাকরকে কিনা এই রকম পারিতোষিক দিলে? এর প্রতিশোধ আমি নেবোই! কোন্ বিবিকে কোথায় ভালবেসেছো, আমি তাকে এনে দেবো? দিলুম আর কি? এখন এমনটী কোর্ব্ব, যাতে সে তোমার হাতে না পোড়ে, অন্যের হাতে পড়ে! এ কাজ আমি কর্ব্বই—কর্ব্বই—কর্ব্বই।

আস্। তুফানি! আমার কথা শোন্! রাগটাকে একটু থামা। দ্যাখ্ আমি তোকে বড় পছন্দ করি। আমার বরাবর ইচ্ছে, যে তোর মত একজন চতুর ও বিশ্বাসী চাকর আমার কাছে থাকে। তোর যদি পছন্দ হয় তো বল, আমি এখনি তোকে বাহাল করি।

তুফা। আমি এখনি প্রস্তুত আছি। আপনার কাছে থাকৃতে পেলে, গোদার দোয়ার অত্যাচারী মন্সুর সাহেবকে বেস্ শিক্ষা দিতে পারবো। আর কৌশলে আপনার হাতে মিনা বিবিকে—

আস্। সে কাজ মিটে গেছেরে তুফানি। এইমাত্র তাকে আমি কিনে নিয়েছি।

তুফা। তা হোলে মিনা বিবি এখন আপনারি?

আস্। আমার তো বটেই। কিন্তু ইতি মধ্যে, বাবা এক চিঠি

লিখেছেন, যে তিনি জৈনবীর সঙ্গে আমার বিবাহ সম্বন্ধ ধার্য্য কোরেছেন। তিনি যাতে টের না পান, অথচ আমার কার্য্যোদ্ধার হয়, সেইজন্য বেনা-মিতে আমি মিনাকে কিনিছি। বুড়ো গফুরকে বলা আছে, আমার লোক আমার এই আংটি নিয়ে এলে তার সঙ্গে মিনাকে পাঠাবে। এখন কথা হোচ্চে মিনাকে কোথায় লুকিয়ে রাখি?

তুফা। কোথায় রাখ্‌বেন তারি জন্যে ভাবছেন? হা হা হা! এই সহরের বাইরে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী আছে, সে স্থানটি বড় নির্জ্জন। আমি এখনি সে বাড়িটা কিছুদিনের জন্য আপনাকে দেওয়াতে পারি। সেইখানে বিবিকে রাখুন কেউ জান্তে পার্ব্বে না।

আস্। বটে? বেস্, বেস্! আহা তুফানি, চাকরি নিতে না নিতে, তুই আমার বড় কাজ কল্লি! এখন তবে এই আংটিটে নে। গফুরকে দিলেই সে তোর সঙ্গে মিনাকে পাঠাবে। তাকে নিয়ে, বরাবর তোর আত্মীয়ের দরুন সেই বাড়ীতে রেখে এসে আমায় নিয়ে যাবি। চুপ! জৈনবীটা আস্‌ছে!

(সখিগণ সহ জৈনবীর প্রবেশ।)

গীত।

আপন সুখে সবাই সুখী, পর কাঁদে কাঁদুক্।
আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম, পর মরে মরুক॥
নিজের পায়ে ফুট্‌লে কাঁটাটি
কতই উহু—কতই আহা—কি কাটাকাটি;
হেথা পরের বুকে শাণিত ছোরা বিঁধ্‌ছে তো বিঁধুক।
কে জানে তার মরণ বাঁচন, কার কি তাতে দুঃখ।

বৈরনবী। আঃ! এই যে আস্গর? আস্গর বড় ভাল খপর আছে! এখন তুমি ভাল বল তবেই ভাল।

আস্। খপরটা জান্তে পাল্লে, তবে তো ভাল কি মন্দ বিচার হবে।

বৈরনবী। আমার সঙ্গে মসজিদ্ পর্য্যন্ত চল, আমি তোমায় বোল্তে বোল্তে যাই।

আস্। (জনান্তিকে তুফানির প্রতি) তোমার কাজ যত শীঘ্র পার কোরে নাওগে।

(তুফানি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

তুফা। কার্য্যতো কোর্ব্বই! এখন কার জন্যে যে কোর্ব্ব, তাতো যাদু বুঝলে না। অদেষ্ট জোরটা আমার দেখছি খুব। মনিব সাহেব এ কথা শুনে একেবারে আহ্লাদে আটখানা হবে এখন। যে পথ দিয়ে বিপদ আস্বার ভয়, সেই পথ দিয়েই সম্পদ এল! একি কম ভাগ্যের কথা। এ কার্য্য হোলে, আমি একটা ভারি দরের শিরোপা নেবো, আর একটা জয় পতাকা নিয়ে বেড়াবো, তাতে লেখা থাক্‌বে—"জয় চতুর চুড়ামণি তুফানি সাহেবের জয়।" হা হা হা! (গফুরের দ্বারে আঘাত করিতে করিতে) ওহে গফুর মিঞা! গফুর মিঞা! ও গফুর মিঞা।

গফুর। (নেপথ্যে) কেহে? (বাহির হইয়া) কি চাও?

তুফা। এই আংটি! বুঝতে পেরেছো—কি চাইতে এসেছি?

গফুর। হাঁ! এ আংটি আমি চিনি। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি বাঁদিকে এনে তোমার হাতে দিচ্চি!

(জনৈক পত্রবাহকের প্রবেশ।)

পত্রবাহক। হাঁ মহাশয়! অনুগ্রহ কোরে বোল্তে পারেন, গফুর মিঞা এখানে কোথায় থাকেন?

গফুর। কেন? কি দরকার? আমার নাম গফুর মিঞা।

পত্রবাহক। আপনার নামে এই পত্র আছে; আমি পেশোর থেকে আস্ছি! (পত্র প্রদান।)

গফুর। (পত্র পাঠ)

"খোদা তাল্লার দোয়ায় খবর পাইলাম, বহুদিন পূর্ব্বে বেদিয়ারা আমার যে কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেই কন্যা নাকি মিনা নামে আপনার বাঁদি হইয়া আছে। অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে রাখিবেন, কোন মতে হস্তান্তর না হয়। আমি অতি শীঘ্র আপনার ওখানে পৌঁছিয়া কন্যাটিকে গ্রহণ করিব। এজন্য আপনি যথেষ্ট পুরস্কৃত হইবেন।

সরদার সরিফুদ্দিন খাঁ—পেশোর।

(স্বগতঃ) বেদিয়ারা কিন্তু বোলেছিল যে শিগ্গির একজন এসে যথেষ্ট মূল্য দিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে যাবে। ঠিক্ তাইতো ঘট্লো। আর একটু হোলেই হয়তো সব খোয়াতুম। পেশোরের সরদার! তার অনেক টাকা। (প্রকাশ্যে) দেখ, তুমি যদি আর একটু বিলম্বে আস্তে, তাহোলে এত পথ আসা বৃথা হোতো। এই ভদ্রলোকটি এখনি সে মেয়েকে নিয়ে যেতো। আর ভয় নাই, এখন আমি তাকে খুব যত্নে রাখবো। (তুফানির প্রতি) তুমি ত চিঠি শুন্লে? যে তোমায় পাঠিয়েছে, তাকে বলগে যে আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোর্তে পাল্লেম না, তিনি যেন এসে তাঁর টাকা ফিরিয়ে নিয়ে যান।

তুফা। কিন্তু এটা তাঁকে অপমান করা হোচ্চে?

গফুর। কি কোর্ব্বো! আমি নাচার।

(গফুর ও পত্রবাহকের যথাস্থানে প্রস্থান।)

তুফা। (স্বগতঃ) পত্রখানা কি অশুভক্ষণেই এসে পড়্লো। আমার

সকল আশা নষ্ট কোল্লে? এমন সুখের আরম্ভে এমন দুঃখের শেষ প্রায়ই দেখা যায় না।

(হাসিতে হাসিতে মনসুরের প্রবেশ।)

এত আহ্লাদ কিসের?

মন্। দাঁড়া, আগে হেসেনি; তারপর বোলছি।

তুফানি। বেস—বেস্! খুব কোসে হাসি এস; আমাদের ভারি আহ্লাদের সময় হোয়েছে।

মন। তাই তো হোয়েছে। আর আমার দোষ দিতে পার্ব্বি নি। আমি যা মজা কোরেছি আর কৌশল খেলেছি—তা কেউ কখনও পারে না পার্ব্বে না। এমন মৎলব কোরে কাজ কোর্ত্তে বোধ হয় তুইও পারিস্ না।

তুফা। কি বিশেষ মৎলবটা শুনি।

মন্। গফুরের সঙ্গে আস্গরকে দেখে আমার বড়ই ভয় হোয়েছিল। অনেক ভেবে চিন্তে, শেষ এমন মৎলব বার কল্লুম, যা শুন্লে তুই আমায় কাঁদে কোরে নাচ্‌বি।

তুফা। ব্যাপারটা কি? শুনিই না।

মন্। অত উতলা হোসনি—ঠাণ্ডা হোয়ে শোন্। আমি গফুরকে এমন এক খানা চিঠি লিখলুম—যেন পেশোরের কোন বড় সরদার তাকে লিখ্‌ছে। তাতে লিখে দিলুম, যে বেদেরা তাঁর এক মেয়েকে ছেলেবেলায় চুরি কোরে আনে—এখন তিনি কোন গতিকে টের পেয়েছেন যে—সে মেয়ে ওর কাছে আছে। মেয়ে যেন হস্তান্তর না হয়, তিনি শিগ্‌গির এসে এক রাশ টাকা দিয়ে মেয়ে নিয়ে যাবেন।

তুফা। বাহবা বুদ্ধি।

মন্। আর আসল মজাটা এখন ও শুনিস্নি—সেটা শোন্। পত্র বাহকটা যখন চিটি দেয়, তখন নাকি সেথায় আস্গরের একটা লোক মিনাকে নিতে এসেছিল। যখন গফুর মিঞা বোল্লে—তার মনিবকে টাকা ফিরিয়ে নে যেতে বলিস্, তখন নাকি তার মুখ খানা বেঁকে চুরে একেবারে বেয়াড়া বেঢং হোয়ে গেছলো। কেমন ? কেমন মজা ?

তুফা। মজা কত ? আমি যে তেমন বিদ্বান নই—নইলে তোমার বুদ্ধির প্রশংসা কোরে এতক্ষণ একটা কবিতা লিখে ফেলতুম। তা নাই পারি, কিন্তু তার আঁচটা দিই ! শোনো, তোমার বুদ্ধি সুদ্ধি কিছুই নাই—তোমার মাথা খারাপ ! তুমি জড়ভরত, তুমি গরু গাধা বাঁদর। কাজ পণ্ড কর্ব্বার আঁদি।

মন্। ওকি ? এত রাগ কেন ? আমি কি খারাপ কাজটা করিছি ?

তুফা। আহা ! কিছুই খারাপ কাজ করনি। তা না কোরেছো, না কোরেছো, অনুগ্রহ কোরে আমার পাছু পাছু এসো না।

মন। এ রহস্য ভেদ কোর্ত্তে তুই যেখানে যাবি, আমি সেই খানে যাবো।

তুফা। বটে ! এত জোর ? দেখিতো কেমন কোরে আমার সঙ্গে আস্তে পারো !

(বেগে প্রস্থান)

মন্। ওই তো লম্বা লম্বা পা ফেলে পালালো। কি দুরদৃষ্ট ! ও অমন কোল্লে কেন ? কি অন্যায় যে করিছি, তাতো বুঝতে পাচ্ছি না।

(প্রস্থান।)

কৈজনবী ও সখিগণের প্রবেশ ও গীত।

গীত।

আমাদের একটী কেবল নাই।
যেটা থাক্‌লে থাক্‌তো সকল সেইটী কেবল চাই।
সাগর সেঁচা একটী রতন সাতটী রাজার ধন,
এক স্বোয়ামী মাথার মনি সতীর সার ভূষণ ;
এক তপনে আঁধার ঘরে দ্বিতীয়টি না চাই।
সেই একটি পেলে হৃদয় জ্বেলে পাছে পাছে তার ধাই।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পথপার্শ্বস্থ স্থান।

(তুফানির প্রবেশ।)

তুফা। মনিবটে যে রকম বোকা চণ্ডি, তাতে আর ইচ্ছে করে না যে তার জন্যে বাজে খাটুনি খাটি। কিন্তু এর ভেতর একটা কথা হোচ্চে এই যে—মহা কৌশলি বোলে আমার যে নামটা রোটে গেছে, সেটাতে পাছে কোন দাগ লাগে। আচ্ছা তবে আর একবারও দেখা যাক্, এবার যদি পণ্ড হয়, তা হোলে আর না—আর এ কাজে এগুবোনা। এবার যে মৎলব এঁটেছি, তা সিদ্ধ কোর্ত্তে হোলে, আস্‌গরকে দম্ দিয়ে দুই এক দিনের জন্যে মিনার পাছু ছাড়া কোর্ত্তে হয়। দেখি এখন আস্‌গর সাহেবের জেদ্‌টা বজায় আছে কিনা?

(আস্‌গরের প্রবেশ)

সাহেব! গফুর মিঞা ভারি ঠকিয়েছে।

আস। আমি তার মুখে সব শুনেছি। আরও শুনেছি, যে, সে চিঠি পাঠানো মন্‌সুরের চাতুরি।

তুফা। এঁ্যা? বলেন কি? এমন বদমাইসি?

আস। হাঁ, কিন্তু বুড়ো গফুর তা কিছুতেই বুঝবে না।

তুফা। তবেই তো বুড়ো এখন থেকে তো খুব সাবধানে চল্‌বে?

আস। দ্যাখ্‌ তুফানি, এই ধাক্কা খেয়ে আমার মনে হোচ্চে যে—মিনাকে পাবার জন্যে যদি তাকে বিবাহ ও কোর্ত্তে হয় তাও কোর্ব্ব!

তুফা। বলেন কি? বিবাহ কোর্ব্বেন?

আস। তার পূর্ব্ব চরিত্র সম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহ না থাকে, তা হোলে বিবাহ কোর্ব্ব।

তুফা। পূর্ব্ব চরিত্র সম্বন্ধে বোলচ্চেন—

আস। ওকি তুফানি? চরিত্রের কথায় তুই অমন কোরে কথা কচ্চিস্‌ কেন? কিছু জানিস্‌ নাকি?

তুফা। আজ্ঞে না। আপনি হঠাৎ যে রকম চম্‌কাচ্চেন, তাতে আমার পক্ষে চুপ কোরে থাকাই উচিত!

আস। তা হবে না! কি জানিস্‌ বল্‌।

তুফা। মনিবের হুকুম অমান্য করায় অধর্ম্ম আছে, কাজেই বোল্‌তে হোলো। দেখুন ওই মেয়েটা—

আস। থাম্‌লি কেন? বল্‌।

তুফা। কি আর বোল্‌বো সায়েব। ওর যে সরলতা দেখেন, সেটা সরলতা নয় মহা গরলতা। অর্থের জন্য আত্ম বিক্রয় করাটা ওর ব্যবসা।

আস। কি বলিস রে তুফানি? আমার যে সহজে বিশ্বাস কোর্ত্তে প্রবৃত্তি হয় না।

তুফা। না হয় না কোর্ত্তে পারেন। আমার তাতে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ভাল বোধ করেন বিবাহ করুন। লোকে কিন্তু বোলতে ছাড়্‌বে না যে, আপনি একটি প্রকাণ্ড বেশ্যাকে ঘরে এনেছেন।

আস। ওঃ! কি দারুণ কথারে তুফানি?

তুফা। (স্বগতঃ) টোপ্ গিলেছে। এখন গাঁথ্‌তে পাল্লে হয়।

আস। ওঃ! কি দুঃখের বিষয়!

তুফা। তবে আপনি কি—

আস। তুই একবার আমার বাড়িতে যা দেখি, যদি কোন চিঠি এসে থাকে নিয়ে আসবি! (তুফানির প্রস্থান) (স্বগতঃ) এমনি কোরে ছুঁড়িটা লোককে মজায়? তুফানির কথা যদি সত্য হয়, তা হোলে বিষের কলসের মুখে যে ক্ষীর থাক্‌তে পারে, সেটা তো অসম্ভব বলা যায় না।

(মন্‌সুরের প্রবেশ।)

মন্। ওহে আস্‌গর! তোমার মুখ খানা অমন কাঁদো কাঁদো কেন হে?

আস্। আমি কাঁদো কাঁদো?

মন্। হাঁ তুমি!

আস্। আমার কাঁদো কাঁদো হবার তো কোন কারণ নাই।

মন্। অবিশ্যি, মিনা বিবিতো একটা কারণ হোতে পারে?

আস্। অত তুচ্ছ বিষয়ে আমি মন দিই না।

মন্। এখন তাকে পাওয়া দুষ্কর বোলেই যা বল, নইলে তাকে পাবার জন্যে তো বহুৎ চেষ্টা কোরেছ।

আস্। চেষ্টা করি আর না করি, কিন্তু সেই সূত্রে তোমার চতুরতায় ঘৃণাবোধ হোয়েছে।

মন্। আমার চতুরতা?

আস্। হাঁ গো মহাশয় হাঁ! আমি সব জান্‌তে পেরেছি।

মন্। কি জান্‌তে পেরেছো?

আস্। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত সব।

মন্। তুমি কি বোল্‌ছো আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।

আস্। বোঝো আর না বোঝো আর তোমার কোন ভয় নেই। ও সম্পত্তি নিয়ে আমি আর তোমার সঙ্গে লড়াই কোর্ত্তে চাই না। স্বচ্চরিত্র রমণী আমার প্রিয়—অসচ্চরিত্র চক্ষু শূল!

মন্। আস্তে—আস্তে—আস্‌গর! অত এগিও না।

আস্। আমি ঠিক্ শুনে তবে ওকথা বলেছি।

মন্। যে তোমায় বোলেছে—সে অতি পাজি, অতি নচ্ছার, অতি বদ্‌মাইস্! মিনা অনিন্দ চরিত্র! আমি তার হৃদয় ভালরূপ জানি।

আস্। আমায় তুফানি বোলেছে। সে রমণীর চরিত্র খুব ভালরূপ জানে।

মন্। কে? তুফানি?

আস্। হাঁ তুফানি।

মন্। সে যদি এ কথা বোলে থাকে, আমি একশো আস্‌রফি বাজি রাখছি, আমি তার মুখের কথা মুখে ফিরিয়ে দেবো।

আস্। আমি দুশো আস্‌রফি বাজি রাখছি, তার কথা সে কিছুতেই ফেরাবে না।

মন্। না কোল্লে আমি তার হাড় গুড়ো কোরে দেবো।

আস্। কোল্লে আমি তার দুকান কেটে নেবো।

(তুফানির প্রবেশ)

মন্। এই যে পাজি হারামজাদ্!

তুফা। কি হোয়েছে?

মন্। গরিব অবস্থায় আছে বোলে, তুই পাজি নাকি মিনাকে অসচ্চরিত্রা বোলেছিস্।

তুফা। (জনান্তিকে) সাবধান! গল্পটা আমারই তৈয়েরী।

মন্। ওসব ইঙ্গিত বুঝি না। রহস্য নয়! তোর কোন কথা শুন্‌তে চাইনি। আমার সহোদর কোলে আজ তোর রক্ষা ছিল না। এখন বল্ কি বলিছিস্?

তুফা। আমার সঙ্গে মিছে বিবাদ কোর্বেন্ না। এখনি চোলে যাব।

মন্। এখান থেকে একটি পাও নোড়্‌তে পাবি না। আগে বল্ স্বীকার কর!

তুফা। (জনান্তিকে) আঃ কেন অমন কোচ্চেন? ওটা একটা আমার কৌশল!

মন্। শিগ্‌গির বল্ কি বোলেছিস্! আমি এখনি শুন্‌তে চাই।

তুফা। (জনান্তিকে) যা বোলেচি তা ভালর জন্যে বোলেছি, মিছে রেগে সব নষ্ট কোর না।

মন্। (তরবারি খুলিয়া) তোকে বিশেষ শিক্ষা দেবো।

আস্। (থামাইয়া) বড় বেশী বাড়া বাড়ি হোচ্চে মনসুর! রাগটাকে একটু থামাও।

তুফা। (স্বগতঃ) এমন গোবর ভরা মাথা—কেউ দুনিয়ায় দেখেছে?

মন্। ওকে কেটে ফেলে তবে রাগ থামাবো!

আস্। আমার সম্মুখে ওর ওপর কিছু বেশী বাড়াবাড়ি কোচ্চ!

মন্। কি? আমি আমার নিজস্ব চাকরকে শাসন কোর্ব্বে পাবনা?

আস্। কি? তোমার চাকর?

তুফা। (স্বগতঃ) এই! সব চণ্ডুল কোরে!

মন্। ওকে খুনই করি আর যাই করি তোমার কি? ওতো আমার চাকর?

আস্। এখন আমার চাকর!

মন্। এ বড় তামাসার কথা! ও তোমার চাকর কি কোরে হোলো? তবে বুঝি—

তুফা। (জনান্তিকে) আঃ কি করেন?

আস্। ওকে আজ তুমি সামান্য দোষের জন্য তাড়িয়ে দেওনি?

মন্। কি দোষ?

আস্। তা জানি না! তার ওপর মেরে আদ্‌মরা কোরে ছাড়নি?

মন্। কখন না! আমি তাড়িয়ে দিয়েছি? আমি মেরেছি? একথা নিয়ে হয় তুমি আমায় ঠাট্টা কোচ্চ, আর না হয় ও তোমায় ঠাট্টা কোরেছে।

আস্। এ কিরে তুফানি? তোর সব কথাই মিছে!

তুফা। উনি কি বলেন—তাই ওঁর ঠিক নেই। ওঁর স্মরণ শক্তিটা—

আস্। উঁহুঁ! চিহ্ন ভাল নয়! এ নিশ্চয় তোর কোন কৌশল! যাই হোক, মিনা সম্বন্ধে যে কথা বোলেছিস্, সে কথা যে এত সহজে মিথ্যে বুঝতে পাল্লেম এই ঢের। যাঃ—তুই সহজেই ছাড়ান পেলি। পাজি বেটা চূড়ান্ত ঠক!

(প্রস্থান।)

তুফা। বেস্ কাজ কোল্লে সায়েব! মৎলব কোরে তার বিশ্বাসি হলুম, মিনাবিবিকে হাতের কাছে নিয়ে এলুম; আর কোথা আছে? ভগুলে মনিব আর থাক্‌তে পারেন? এক চিঠি পাঠিয়ে সব ভণ্ডুল কোল্লেন। তার-

পর, যদিও মৎলব কোরে তার ভালবাসাটা ঠাণ্ডা কোচ্ছিলেম, দয়াময়ের তা সইলো না ; এসে আবার জ্বালিয়ে দিলেন। কত ইঙ্গিত কল্লুম, কত আড়ে আড়ে বল্লুম—কে তা শোনে ? কৌশলটি সমস্ত প্রকাশ কোরে দিয়ে তবে বাঁচলেন। অদ্ভুত জীব ! বাদ্‌শার চিড়িয়া-খানায় থাক্‌বার যোগ্য !

মন্। তা, আমি কেমন কোরে বুঝবো যে এসব তোর কৌশল ? আমায় আগে ভাগে একটু কোলে রাখলেই তো হোতো ?

তুফা। এবার তাই হবে। এখন এক কাজ করুন দেখি।

মন্। কি কোর্ব্বো ?

তুফা। তোমার বাপের সঙ্গে মিল কোরে ফেল' দিকি !

মন্। তা হোয়েছে।

তুফা। সে তো তোমার হোয়েছে—আমার এখন কি হয় ? আমি যে তোমার জন্যে তাঁর মরণ রটিয়েছিনু, তাতে তিনি ভারি চোটে গেছেন। বুড়োরা মনে করে, তাদের মরণ রোট্‌লে বেশিদিন তারা বাঁচে না। তাই মহা রেগে কোতোয়ালিতে আমার নামে নালিস রুজু কোরেছেন। এখন আমায় যদি জেলে গিয়ে পচ্‌তে হয়, তো তোমার কাজ কে কোর্ব্বে ? তাই বল্‌ছি, যাতে এ যাত্রা আমায় তিনি মাফ করেন, তার চেষ্টা করগে।

মন্। আচ্ছা তা আমি কচ্চি। কিন্তু আমার কাজটা—

তুফা। তা হবে ! না হোলে কি আমি এত পরিশ্রমের পর অমনি অম্‌নি ছেড়ে দেবো ? (মনসুরের প্রস্থান।)

(স্বগতঃ) এখন দুই একদিন একটু জিরোতে পার্ব্বো ! আসগর এখন আর কিছু কোর্ত্তে পাচ্চে না। ঠাকুর-বুড়ো মিনাকে এখন চোখে চোখে রাখ্‌বে।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(গফুর মিঞার বাটী-সম্মুখ।)

(পল্টুর প্রবেশ।)

পল্টু। নাঃ---তুফানির আমার, মনিবের কাজ সারাও হবে না, আমিও তুফানে পোড়্‌তে পাবো না। প্রাণটা দিয়ে ফেলে আচ্ছা বিপদে পোড়েছি। খুলে বোল্‌তেও ভয় হয়, পাছে "না" বোলে ফ্যালে; তাই আগে মজিয়ে নিয়ে তবে চেনা দেবো। কিন্তু আর যে সয়না! এই যে বঁধু আস্‌ছেন।

(তুফানির প্রবেশ।)

গীত।

তুফা। এই যে আমার চ্যাংড়া ইয়ার চক্‌চেকে চিকন্।
কোথায় ছিলে হে এতক্ষণ?

পল্টু। কেন? ছায়ার মত তোমার সাথে আছি তো সর্ব্বক্ষণ।

তুফা। ....কেই চোখে তো ঠেকে না,

পল্টু। না ঠেকালে ঠেক্‌বে কিসে চোখযে থাকে না;

তুফা। আমি বাঁকা চোরা নইযে নিজে, সুধুই সোজায় মন।

পল্টু। বটে? এতই কি সুজন?
বল, তা হোলে নয় হই রমণী—তোমার মন মতন।

তুফা। আধ্‌, পল্টু ইয়ার! তোর ভাই মেয়ে মানুষ হওয়াই উচিত ছিল।

পল্‌টু। কেন?

তুফা। তোর এমন রূপ, এমন মিষ্টি কথা, এমন টলটোলে চাউনি, ঢল্‌ঢোলে ঢং, এমন নাচনের মত চলন, এ সব পুরুষে মানায় না।

পল্‌টু। তা হোলে এক কাজ কোর্ত্তে হয়!

তুফা। কি বল্‌ দেখি?

পল্‌টু। খোদার কাছে বর নিতে হয়, দিনে পুরুষ মানুষ আর রেতে মেয়ে মানুষ। দিনে বন্ধু হোয়ে সাথে সাথে থাকা, আর রেতে তোমার সেবা করা।

তুফা। আমার?

পল্‌টু। তা না তো আর কার? তোমার মত বন্ধু-বঁধু দুই সমান ঢংয়ের মানুষ পাবে কোথা? অনেক ভাল বন্ধু বঁধুগিরি কোর্ত্তে পারে না; আর অনেক ভাল বঁধু, বন্ধুগিরি কর্ত্তে পারে না তাতো জানো?

তুফা। ভাল এই কথা রইলো, তুই খোদার কাছে বর নে। আমিও বঁধু আর বন্ধুগিরি—পাকা কোরে শেখবার চেষ্টায় ফিরি।

পল্‌টু। তা ফির্ত্তে হবে না—যা আছে তবি ধাক্কা সামলানো দায়!

তুফা। সেটা কি কোরে বুঝলি ইয়ার?

পল্‌টু। তাই যদি না বুঝ্‌বো, তবে আর যোয়ান ইয়ারের সঙ্গে জুঝতে এসেছি কেন?

তুফা। জুঝতে সবাই আসে, কিন্তু পাল্লা দেবার সময়ে পেছোয়, তার কি?

পল্‌টু। কে পেছোয় তা বোঝা যাবে।

তুফা। সে বেস্‌! এখন তবে কোথায় যাচ্ছিস্‌ যা, আমি হাতের কাজটা সেরে দেখা কোর্ব্ব।

পল্টু। আজ মিছে কথা হোলে কিন্তু বরখাস্ত কোর্ব্ব।

তুফা। তা করিস্ ইয়ার!—

(পল্টুর প্রস্থান।)

(স্বগতঃ) পল্টুটী বেশ্! যতক্ষণ কাছে থাকে, ততক্ষণ যেন বড়ই আরাম বোধ হয়।

(পারস্য দেশীয় ব্যবসায়ীর বেশে মন্সুরের প্রবেশ।)

মন্। কেমন মানিয়েছে তুফানি?

তুফা। বেস্ মানিয়েছে! তা শুধু পোষাক মানালে তো হবে না। এখন কাজ করা চাই। এবার যদি ফস্কুল হয়, তা হোলে কিন্তু বোল্‌তে পার্ব্বে না যে আগে থাক্‌তে আমায় বলিস্‌নি কেন?

মন্। তা বোলবোনা।

তুফা। আচ্ছা, যে রকম যা বল্‌তে কইতে হবে সব মনে আছে তো?

মন্। তা আছে। আচ্ছা তুই বুড়ো গফুরকে ভোলালি কি কোরে?

তুফা। বুড়োর চোখে ঠিক্ ধুলো দিয়েছি। গিয়ে—মিঠে মিঠে কথায় বোঝালুম যে, তার চারি দিকে শত্রু। বিশেষ সাবধান না হোলে, তার বাঁদিটাও হাত ছাড়া হবে, টাকা গুনোতেও ফাঁকি পোড়বে। এই কথা থেকে আরম্ভ কোরে ক্রমে, দুনিয়ার লোকের শঠতা, জাল, জুচ্চুরি, বদ্‌মাইসি সম্বন্ধে নানা কথা কইতে লাগলুম। অবশেষে যখন দেখলুম— বুড়ো আমার একটু একটু বিশ্বাস কোর্ত্তে লাগলো, তখন বল্লুম আমার কিছু নগদ টাকা, গহনা গাঁটি, এলবাং পোষাক আর কিছু জমি জারাত আছে। আমি সেই সব নিয়ে তাঁর কাছে এসে বাস কোর্ত্তে চাই। দুনিয়ার লোককে আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না। তখন বুড়ো ভারি সন্তুষ্ট হোয়ে তার নিজের গল্প সুরু কোল্লে। তাইতে বুঝলুম, যে তোমার মিনাবিবির

সঙ্গে কিছু দিন একত্র বাস করবার সুযোগ হবে। এখন গল্পটা সব মনে আছে তো ?

মন। বেস্ মনে আছে। ছদুবার যে গল্প বোলেছিস্, তাকি আমি ভূলি ?

তুফা। তবু আর একবার বোলে যাই শোনো। গফুরের আদৎ নাম মহবুব ? হিরাটে যখন বিদ্রোহ হয়, তখন ঐ মহবুবকে একজন বিদ্রোহী বোলে ধরবার চেষ্টা হয়। কাজেই বেচারি স্ত্রী ও একটী কন্যা সন্তানকে রেখে রাত্রে দেশ থেকে পালায়। কিছুদিন পরে স্ত্রী কন্যাটী মারা যায়। তখন বৃদ্ধের এই খানে এসে বাস করবার সংকল্প হয়। ওর এক ছেলে, তার নাম মেহের, তার বয়স তখন সাত বৎসর। হাদা মোল্লা নামে এক জন মোল্লার সঙ্গে সেই ছেলেটি তিহারাণে পড়তে যায়। এখানে এসে বুড়ো তাদের আসবার জন্যে পত্র লেখে। কিন্তু দুতিন বৎসরের মধ্যে কোন সংবাদ না পাওয়াতে, তাদের মৃত জেনে, বুড়ো—মহবুব নাম বদলে গফুর নামে এইখানে কারবার কর্ত্তে থাকে। এখন কথা হোচ্চে এই তুমি একজন পার্শি সওদাগর, সেই মোল্লা ও পুত্রটিকে তুমি ইস্পাহানে দেখে এসেছো ! তারাই তোমায় তাদের গল্প বলে। তারা যাঁর কাছে বিক্রিত হোয়েছিল, তুমি তাঁকে সমস্ত টাকা চুকিয়ে দিয়ে কার্য্যের অনুরোধে তাড়াতাড়ি হেথায় চ'লে এসেছ। তারা এঁর বৃত্তান্ত সব অবগত আছে। তাই বোলে দিয়েছে, তুমি এখানে বৃদ্ধকে সংবাদ দিয়ে কয়েক দিন বাস কোর্ব্বে, তারা শীঘ্র এসে পৌছুবে। বুঝলে ? এর ভিতর আর একটু মজা আছে ; কাল রাত্রে বৃদ্ধ তার পুত্রকে জীবিত স্বপ্ন দেখেছে। কাজেই কথাটা চট কোরে লেগে যাবে বুঝলে ? যা বল্লুম সব মনে থাক্‌বে তো ?

মন্। খুব্ থাক্‌বে।

তুফা। তবে আমি গিয়ে কার্য্য আরম্ভ করি ?

মন্। আচ্ছা তুফানি—বুড়ো যদি জিজ্ঞেস করে, তার ছেলে দেখতে কেমন—তাহোলে কি বল্‌বো ?

তুফা। ভারি শক্ত কথা বটে ! যা মনে আসে বোলবে। সে কত দিনের কথা চেহারা সমান থাকে ?

মন্। আচ্ছা তা যেন হোলো, বুড়ো যদি আমায় চিনে ফেলে ?

তুফা। এই বুঝি তোমার সব কথা মনে থাকা ? আমি বলিনি যে বুড়ো তোমায় কেবল একবার মাত্র দেখেছে ? বিশেষ এই চুল দাড়ি, এই পোষাক, ঐ টুপি ; এতে যারা চব্বিশ ঘণ্টা দেখ্‌ছে তাদেরই ভ্রম হয় ত সেতো একবারের দেখা।

মন্। হাঁ, যে সহরে তাদের দেখে এসেছি সে সহরের নামটা কি ?

তুফা। ইস্পাহান।

মন। এইবার তুই যা।

তুফা। তা যাচ্চি, কিন্তু সাবধান ব্যবহারে ধরা পোড়ো না !

মন। আরে না না তুই যে ভারি অবিশ্বাস করিস দেখ্‌ছি ?

তুফা। মনে থাকে যেন—হাদামোল্লার সঙ্গে সাত বছরের ছেলে মেহের তিহারাণে পোড়তে গেছলো। গফুর বুড়োর আগেকার নাম ছিল মহবুব। তার বাস ছিল হিরাটে।

মন্। আঃ ভারি জ্বালাতন কোরে তুল্‌লে যে ? তুই কি আমার মাথা মোটা বিবেচনা করিস নাকি ?

তুফা। না ঠিক তা করি না, তবে কিনা সময়ে সময়ে যে ও মাথায় তীর বেঁধে না, সেটা জানি।

(গফুরের দ্বার মধ্যে প্রস্থান।)

মন্। (স্বগতঃ) যখন বেটার হাতে আমার কোন কাজ থাকে না—তখন যেন ঠিক ভিজে বেরাল—দাঁত চড়ে বেটার রা ফোটে না। এখন বেটার হাতে পোড়েছি কিনা, তাই ওই রকম সব কথা বোল্‌তে সাহস পাচ্ছে। একবার কার্য্যটা উদ্ধার হোলে হয়, তখন বেটাকে দেখে নেবো। ওই যে আস্‌চে!

(গফুর ও তুফানির প্রবেশ।)

তুফা। কে বলে—স্বপ্ন সত্য হয় না।

গফুর। সত্য যদি না হয়, তবে খোদা আমায় হারানিধি ফিরিয়ে দেবার আগে আমায় স্বপ্নে জানিয়ে দিলেন কেন?

মন। সেলাম!

গফু। সেলাম সাহেব! খোদা আপনাকে পাঠিয়েছেন! আপনাকে কি ব'লে ধন্যবাদ দেবো তা বুঝতে পারি না। আচ্ছা তুফানি—এঁর মুখখানা চেনা চেনা বোলে বোধ হোচ্চে না?

তুফা। আমিও ঠিক্ তাই ভাবছিলেম। কিন্তু এক রকম চেহারার দুজন মানুষ প্রায় দেখা যায়।

গফু। সাহেব! আপনি আমার সেই বৃদ্ধ বয়সের সম্বল এক মাত্র পুত্রকে ঠিক্ দেখে এসেছেন?

মন্। হাঁ গফুর মিঞা! আর বেশ সুস্থ শরীরে আছে দেখে এসেছি।

গফু। সে তার জীবনের ঘটনা—আর আমার কথা—বোধ হয় সব বোলেছে?

মন্। একবার কি? শতবার বোলেছে—সহস্রবার বোলেছে।

তুফা। (জনান্তিকে) অত নয়, একটু কম্ কোরে হোক্।

মন্। আমি যেমন আপনাকে দেখছি, সে ঠিক আপনার এই রকম চেহারা, এই রকম ব্যবহারের কথা সব বোলেছিল।

গফু। তা কেমন কোরে হ'তে পারে সাহেব? সে সাত বৎসর বয়সের সময় আমার কাছ ছাড়া! তার গুরুই এতদিন পরে বোলতে পারে কিনা সন্দেহ।

তুফা। পিতা মাতার চেহারা প্রায় নিজের চেহারাতেই চেনা যায়। এই আমার বাপের চেহারা—

গফু। ঠিক্! আচ্ছা সাহেব! কোথায় তাদের দেখে এলেন?

মন্। পারস্যের এস্পান সহরে!

গফু। এস্পান? এস্পান তো ইস্তাম্বুলের একটা সহর!

তুফা। (স্বগতঃ) হতভাগা। (প্রকাশ্যে) ওঃ আপনি বুঝতে পারেন নি, উনি ইস্পাহানই বোলেছেন। পারস্যের এক জাতি "ই" কে "এ" উচ্চারণ করে, আর "হ" মোটেই বলে না। উনি সেই জাতির একজন।

গফু। তুমি না বোলে দিলে আমি হয়তো বুঝতে পারতেম্ না। হাঁ, পিতার সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ হবে; আমার পুত্র তা আপনাকে বোলেছিল?

তুফা। (স্বগতঃ) আ মোলো উত্তর দেয় না কেন? (মনসুরকে ইঙ্গিতান্তে লাঠি ঘুবাইবার মতন পাঁয়তাড়া করিতে করিতে) লাঠি খেলায় কারো সাধ্য ছিল না যে আমায় জিতে যায়।

গফুর। তোমার লাঠি খেলার কথা শুনতে চাই নি তুফানি। আচ্ছা, আমার আদৎ কি নাম ছিল বোলেছে?

তুফা। আহা মহবুব্ মিঞা সাহেব! খোদা আপনার সহায় আপনার চিন্তা কি?

মন্। ওই আপনার আদৎ নাম—

গফু। কোথায় সে জন্মেছিল, তা বোলেছে ?

তুফা। আহা! হিরাটের মত সুন্দর সহর বোধ হয় এ দুনিয়ায় আর কোথাও নাই।

গফু। আহা চুপ করনা তুফানি। আমাদের কথাবার্ত্তায় বাধা দাও কেন?

মন্। হিরাটেই আপনার পুত্র ভূমিষ্ট হয়!

গফু। আচ্ছা সে যখন অল্প বয়স্ক, তখন তাকে আমি কোথায় পাঠিয়ে দিই, আর তার সঙ্গেই বা কে ছিল ?

তুফা। আহা! হাদামোল্লা ধন্যবাদের পাত্র। তিহারান থেকে যে বরাবর মেয়েদের সঙ্গে ছিলেন, এ কম মায়ার কাযা নয়!

গফু। আঃ!

তুফা। (স্বগতঃ) আর বেশীক্ষণ কথাবার্ত্তা চোল্লেই দেখছি সব মৎলব মাটি হবে।

গফু। এখনও অনেক কথা শোনবার বাকি আছে। কেমন কোরে, কোন খান দিয়ে, কোন পথে যেতে যেতে, তারা—দাস-বিক্রেতাদের হাতে পড়ে—

তুফা। (ক্রমাগত হাই তুলিতে তুলিতে) কে জানে আমার একি রোগ হোল—কেবল হাই, কেবল হাই, কেবল হাই। জাঁ মির্জ্জা সাহেব! ভদ্র লোকটি বহুদূর হোতে আসছেন—ওঁর ক্ষুধা তৃষ্ণার প্রতি লক্ষ্য করাতো উচিত হোচ্চে।

মন্। আহারের কোন আবশ্যক এখন আমার নাই।

তুফা। আহা! মহাশয় আপনি ক্ষুধার্ত্ত কিনা আপনি না বলুন আমরা তো বুঝতে পাচ্চি।

গফু। আসুন মহাশয় অগ্রসর হোন্।

মন্। আপনি চলুন আমি পশ্চাতে যাচ্ছি!

তুফা। (গফুরের প্রতি) দেখুন, এঁদের জাতির মধ্যে অতিথির পশ্চাতে যাওয়াই বিধি। (গফুরের বাটি প্রবেশ।) ছি ছি, একটা কথাও নিজে থেকে বোল্‌তে পাল্লে না?

মন্। হঠাৎ গফুরকে দেখে, আর চেনা মুখ শুনে, কেমন ভ্যাবাচেকা হোয়ে গেছলুম। এখন ঠিক হোয়েছি, খুব কথা কইবো এখন।

(উভয়ের বাটীর মধ্যে গমন।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গফুরের উদ্যান।

বাঁদিগণের প্রবেশ।

গীত।

ওফুল—ফুটে মধুর বাস্ বিলিয়ে শুখিয়ে কেন যাস্।
কেন, চির বিরহিণীর মত করিস্ হা হুতাষ।
যে পবনা কোরে চুরি,
যৌবনে নয় সুবাস হরি;
শুখিয়ে গেলে সেই পবনা বিষম বেশ ধরি;—
খসিয়ে নিয়ে পাপড়ি গুলি,
তলায় ফেলে মাথায় ধূলি;
কেন, এত আলা বাসিস্ তাকে, বললো মাথা খাস্।

(প্রস্থান।)

(দ্বার হইতে পার্শি বেশী মন্সুরের ও তুফানির প্রবেশ।)

তুফা। না, তোমায় দিয়ে দেখ্‌ছি কোন কাজ হয় না। যে রকম বোকামি আরম্ভ কোরেছ, ওতে আমাদের মৎলব হাসিল হওয়া চুলোয় যাক্‌, সব এখনি পণ্ড হোয়ে যাবে।

মন্‌। আবার কি কল্লুম ? আবার বক্‌ছিস্‌ কেন ? ধমক খাবার মত কি কাজটা করেছি, তাই বল্‌!

তুফা। কি কাজ কোরেছ তা যদি বুঝবে, তা হোলে আর তোমার এমন দশা কেন ? মিনার কাছে বোসে তুমি এতই বিভোল হোয়েছিলে, যে তোমার কারখানা দেখে আমার গা ইসপিস কোচ্ছিল ?

মন্‌। সেকি ? আমি তো খুব সাবধানে ছিলুম্‌। একটা কথাও কোয়েছি কিনা সন্দেহ !

তুফা। তা ঠিক্‌! কিন্তু সুধু জিব্‌কে বেড়ি দিয়ে বাধলেই যে হোলো তা নয়। তুমি খানা খেতে বোসে এক মুহূর্ত্তের ভেতর যে রকম সন্দেহের কাজ কোরেছো, তা এক বছরেও হয় না।

মন্‌। কি রকম্‌ ?

তুফা। কি রকম ? যার চোখ্‌ আছে সেই দেখেছে কি রকম ? মিনা আসবার পর থেকে তুমি আর কোন দিকে চাওনি তা জানো ? তার পানে চেয়ে কেবল মুচকে মুচকে হেসেছ, আর চোখের ইসারা হরদম্‌ চালিয়েছো ! মুখের খাবার দেখওনি বোঝোওনি। মাছ রেখে কাঁটা খেয়েছ, মাংসের ঝোল বোলে দুধ চুমুকে দিয়েছ ; অথচ বোলেছ, বাহবা এমন সুস্বাদু গোস্‌—আমাদের দেশে কেউ পাকাতে জানে না। এছাড়া আরও কত কি কোরেছ ! যতক্ষণ তুমি ঐ সব বাঁদরামি কোরেছ ততক্ষণ

আমি কেবল চেষ্টা কোরেছি যাতে আমার দিকে চাও! কে বা চায়! কথা বোলছো বুড়োকে, কিন্তু চেয়ে আছ মিনার দিকে!

(গফুর মিঞার প্রবেশ।)

এই যে মিঞা সাহেব। আমরা আপনারই সম্বন্ধে আলাপ কোচ্ছিলেম।

গফু। সে বেস্। (মনসুরের প্রতি) আপনি যদি একবার অনুগ্রহ করে বাড়ির ভেতর যান। এঁর সঙ্গে আমার দু'একটা গোপনীয় কথা আছে।

মন্। তা যাব না? অবশ্য যাবো। এই গেলেম।

(বেগে দ্বার মধ্যে প্রবেশ)

গফুর। শোনো। আমি এতক্ষণ কি কচ্ছিলুম তা জানো!

তুফা। না! বলুন—শুনি।

গফু। আমার এই বাগানের ইশেন কোণে এক ঝাড় বেউড় বাঁস আছে, তাই থেকে এই মোটা সোটা ভারি দেখে লাঠি গাছটি কেটে, এত ক্ষণ গাঁট কটা ছাড়াচ্ছিলেম। গাঁটগুলো একেবারে চেঁচে ছুলে সাফ করিনি কেন তা কিছু বুঝলে? তা কোল্লে যাদের মারবো তাদের পিঠেও ফুটবে না—রক্ত ও পোড়বেনা—ঘাও হবে না—বুঝলে?

তুফা। কাদের আদর করা হবে বোলে নিজে এত কষ্ট স্বীকার কোরেছেন মিঞাসায়েব?

গফু। প্রথমত তোমায়! তারপর পার্শি সদাগর সেজে যে বেটা আমায় ঠকাতে এসেছে।

তুফা। সেকি? ও বেটা কি তবে পার্শি সদাগর নয়?

গফু। চুপ কর্! ও ঢংএ আর ভোলাতে চেষ্টা মিছে! সে বেটা

আড়ালে গিয়ে মিনার হাত ধোরে যখনি বোলেছে "আমি তোমার জন্যেই ছদ্মবেশ ধোরেছি," তখনি ধরা পোড়ে গেছে। আমার ছোট ধর্ম্মমেয়েটি যে সেখানে থেকে সব শুনেছে, সব দেখেছে, তা বেটা দেখেনি।

তুফা। বটে ?

গফু। আর বটে বোলে অমন বাজে চমক্ দেখালে হবে কি ? তুমিও বাবা যে সে বেটার সঙ্গের সাথি তা আর লুকোতে পাচ্চনা।

তুফা। এহে হে ছিঃ মশাই ! আপনি বড় অবিচার কোচ্ছেন। আপনার মত বুদ্ধিমানকে যদি ঠকিয়ে থাকে, তো আমার মত একটা গোলা লোককে ঠকাতে তার কতক্ষণ ?

গফু। হতে পারে। কিন্তু প্রমাণ চাই ! ওকে আচ্ছা রকম প্রহার দিয়ে যে তাড়াতে চাচ্চি, তুমি যদি তাতে সাহায্য কর, তা হোলে বুঝবো যে তুমি নির্দ্দোষ।

তুফা। আপনি না বোল্লেও তো আমি মার্ত্তুম। এখন যখন হুকুম দিচ্চেন, তখন পিঠের চামড়া খাঁন ফেলে রেখে তাকে যেতে হবে। (স্বগতঃ) ভণ্ডুলে বাঁদর ! এই আমার একটা দাও। এই দাওয়ে এত বারের জ্বালা এইবার মিটিয়ে নেবো।

গফু। (দ্বার ঠেলিয়া) এইবার আসুন।

(মনসুরের প্রবেশ।)

ওরে বেটা জোচ্চোর ! ভদ্রলোককে এই রকমে বোকা বানাবার চেষ্টায় ছিলি ?

তুফা। ভদ্র লোকের বাড়িতে সেঁধোবার চেষ্টায়—"তোমার ছেলেকে দেখে এসেছি" বোলে গালগল্প কোটা বাড়ি ফেঁদে বোসেছিলি ?

গফু। (প্রহার আরম্ভ করিয়া) বেরো বেটা আমার বাড়ি থেকে !

মন্। (তুফানিও মারিতেছে দেখিয়া) ওরে বেটা পাজি! তুইও ?

তুফ। জুচ্চুরি কোর্ত্তে এলেই এই হিসেব—

মন্। এত বড় তেজ ? এত বড় স্পর্দ্ধা!

তুফা। (প্রহার করিতে করিতে) ভাগ্! ভাগ্! এখনি হাড় গুঁড়ো হয়ে যাবে। ভাগ্!

(মনসুরের পলায়ন।)

গফ্। বেস্ হোয়েছে ? খুব হোয়েছে! আমি খুব সন্তুষ্ট হোয়েছি! এস এখন বাড়ির ভেতর যাই।

(দ্বার মধ্যে উভয়ের প্রবেশ।)

মন্। (ফিরিয়া আসিয়া) চাকরের হাতে এত অপমান ? তুফানি বেটা যে এরকম কোর্ব্বে এতো কখনও ভাবিনি! মনিবের প্রতি যে চাকরে এ রকম অসৎ ব্যবহার কোর্ত্তে পারে, এতো কল্পনায় ও আসে না।

তুফা। (জানালা হইতে) হুজুরকে জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে পারি কি— পিঠের অবস্থা এখন কেমন ?

মন্। কি ? আমার সঙ্গে কথা কইতে তোর সাহস হোচ্চে ?

তুফা। সাহস হবে না ? অন্য বারের মত, এবার বকিনি ঝকিনি তা মনে হোচ্চে তো ? এবারকার ঝক্‌মারির মাসুল ওই পিঠের ওপর দিয়েই আদায় হোয়ে গেছে।

মন্। এ বিশ্বাসঘাতকতার ফল হাতে হাতে পাবি।

তুফা। নিজের দোষে নিজে মার খেয়েছ—আমার তাতে কি ?

মন্। নিজে কি রকম ?

তুফা। রকম ভাল। বেস্ রকমারি গোছের রকম। যদি বাঁদর না হবে, তা হোলে যখন মিনার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে, তখন এমনি উন্মত্ত যে

পাশে যে বুড়োর ধর্ম্মমেয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ কোরে তোমার কথা গুলো গিল-ছিলো তা দেখ্‌তে পেলেনা ?

মন। মিনাকে যা বোলেছি তা হোলে কেউ তা শুনেছে ?

তুফা। না শুন্‌লে কি আর এমন কোরে মার খেয়ে এ বাড়ি থেকে বেরুতে হোতো।

মন্। হায় হায় হায়! এমন হতভাগা আমি! আচ্ছা সে যা হোক্, তুই শুদ্ধ আমায় মেরে তাড়ালি কেন ?

তুফা। আমি সে কাজ না কোল্লে আমারও ওপর সন্দেহ হোতো!

মন্। তা মাল্লি তো মাল্লি একটু আস্তে মাল্লিই তো হোতো!

তুফা। আমি তো আর বাঁদর নই যে, তা কোর্ব্বো। বুড়ো কেবল আমার দিকে লক্ষ্য কোচ্ছিল তাতো জানোনা। এখন কথা হোচ্চে এই, তুমি যদি আমার ওপর রাগ না রাখো, তা হোলে এখানে যে রকম বিশ্বাসী হোয়েছি, তাতে দুদিনের ভেতর তোমার কাজ হাসিল কোরে দেবই দেবো।

মন্। তা যদি পারিস্ তা হোলে রাগ থাকাতো দূরের কথা, উলটে কিছু বকশিস্ পাবি।

তুফা। বেস্! কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর—আমি যা কোর্ব্ব তাতে কোন রকম গোলযোগ কোর্ব্বে না!

মন্। প্রতিজ্ঞা কল্লুম।

তুফা। তবে এখন যাও। জামাটামা ছেড়ে ফেলে, পিটে একটু গরম তেল্ মালিস করগে। (জানালা বন্ধ করন।)

মন্। (স্বগতঃ) দুরদৃষ্ট কি আমার পেছনে পেছনেই ঘুরবে? কিছু-তেই সুবিধে কর্ত্তে দেবে না?

তুফা। (দ্বার হইতে বাহিরে আসিয়া) একি? এখনও যাননি? শিগ্‌গির যান শিগ্‌গির যান্। এ বিষয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। আমি কাজে রইলুম জানবেন। আমাকে সাহায্য করবার জন্যে কোন চেষ্টা কোর্ব্বেন না। (মনসুরের প্রস্থান।) এবপর কি চাল্ চালা যাবে সেইটে এখন চিন্তা করা যাক্!

(পলটুর প্রবেশ)

পলটু। তুফানি ভাই! বড় খারাপ খবর দিতে এসেছি। তোমাদের সব মৎলব মাটি হবার যোগাড় হোয়েছে। এই একটু খানি আগে এক জন যোয়ান বেদে—বেস্ সুন্দর চেহারা—ভদ্রলোকের মত, এই গফুর মিঞার বাড়ি খুঁজে এই দিকে আসছে। তার সঙ্গে একটা বিকট চেহারার বেদিনী বুড়ি আছে। তারা নাকি তোমাদের মিনা বিবিকে কিনতে আসছে। মিনা বিবিকে পাবার জন্যে মানুসটার বড়ই আগ্রহ বুঝলুম।

তুফা। ওঃ, মিনা তার যে বেদে প্রেমিকের কথা বোলেছিল, এ বোধ হয় সেই হবে। কি আশ্চর্য্য! এমন অদৃষ্টও কি মানুষের হয়? একটা হাঙ্গামা থেকে যেমন পার পাওয়া গেছে, অমনি আর এক হাঙ্গামা হাজির! আসগরের বাপ এসে জৈনবীর সঙ্গে তার বিবাহ স্থির কোরেছে, সেও মিনার আশা ত্যাগ কোরেছে। কিন্তু তা হোলে কি হয়। এযে তার চেয়েও পাকা কসমের লোক্—স্বজাত—তাতে আবার বহুকালের ভাল-বাসা। একে কি কোরে—সরানো যায়? (একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা তাই কোল্লে হয় না?

পলটু। কি?

তুফা। সেদিন সহরে একটা বড় গোছের ডাকাতি হোয়ে গেছে জানিস্ তো? এখনও তার কোন কিনারা হয়নি। কোতোয়ালির

মন্। কি রকম? এতো আমাদের বাড়ি! আমার চাকর রাত্রে এই বাড়িতে শোয় আর চৌকি দেয়!

সম্। তা কি কোরে হবে? "ভাড়া দেওয়া যাইবে" লেখা রোয়েছে, আপনি পোড়ে দেখুন।

মন্। হুঁ তাই তো! এত বড় আশ্চয্যের কথা। কে ও লেখা এঁটে দিলে, আর কেনই বা দিলে? ওঃ ঠিক্ কথা! বুঝেছি! এ যে জন্যে এঁটেছে আর যে এঁটেছে তা আমি জানতে পেরেছি।

সম্। কি জন্য আমি জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে পারি কি?

মন্। অপর কেউ হোলে আমি তাকে বোলতেম না। তবে একথার সঙ্গে আপনার কোন সম্বন্ধ নাই—কাজেই আপনাকে বোলতে পারি। যে চাকরের কথা এইমাত্র আপনাকে বোললেম, সে আমারই কোন মৎলব হাসিল কর্ব্বার জন্য এই লেখা এঁটে দিয়েছে! মৎলবটা হোচ্চে কি জানেন, এই গফুর মিঞার বাড়ীতে একটী বেদিয়া বালিকা বন্ধক স্বরূপ আছে। আমি তাকে বড়ই ভালবাসি। যে কোন উপায়ে হোক, তাকে আমার পাওয়া প্রয়োজন। অনেকবার চেষ্টা হোয়েচে অথচ সে চেষ্টা নিফল হোয়েছে।

সম্। সে মেয়েটির নাম কি?

মন্। মিনা।

সম্। বটে! আহাহা একটু আগে যদি আমি এ কথা শুনতে পেতেম, তাহোলে এই কৌশলের কোন প্রয়োজনই হতো না।

মন্। সে কি? আপনি তাকে জানেন নাকি?

সম্। খুব জানি! আমি এই কিছু আগে তাকে ক্রয় কোরে নিয়েছি।

মন্। ক্রয় কোরেছেন! তাইতো আপনি আমার আশ্চর্য্য কোল্লেন যে!

সম্। তার শরীরের অবস্থা ভাল নয় বোলে আমরা যেতে না পেরে এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছি। আমি বড়ই সন্তুষ্ট হোয়েছি যে আপনি আপনার মনোগত ভাব আমার কাছে প্রকাশ কোরেছেন।

মন্। তবে কি আপনা হোতেই আমার এতদিনের আশা পূর্ণ হবে? আপনি কি—

সম্। (দরজায় ঘা দিয়া) এখনি তা বুঝতে পার্ব্বেন!

(দরজা খুলিয়া তুফানির প্রবেশ।)

তুফা। (স্বগতঃ) এই রে মজিয়েছে! এয়েছে যখন, তখন একটা না একটা দুর্দ্দৈব ঘটাবেই ঘটাবে।

মন্। আরে যোলো কাবুলি সেজে যোরেছিস্ যে?

তুফা। বদস্ত্ খানে বাপোয়া!

মন্। বারে, বেড়ে মজাদার বুলি আওড়াচ্চিস্ তো?

তুফা। বিশায়েস্ত্ বরদরাজ ব্যাকুব!

মন্। খুব হোয়েছে খুব হোয়েছে। এখন নিজের চেহারা বার কর্। এদিকে সব ঠিক্ হোয়েছে।

তুফা। বর্ জোয়ারি সেফি সাকন্দর্!

মন্। আরও কাবুলি বুলি কাজ নেই। এঁর অনুগ্রহে আমি আমার মনোগত নিধি পাচ্চি—পাচ্চি কেন—এক রকম পেয়েছি বোল্লেই হোলো। আর কোন বিপদের আশঙ্কা নেই।

তুফা। বটে! আপনার অদৃষ্টে যদি সুফল ফোলে থাকে, তা হোলে আমি আবার যে তুফানি সেই তুফানি হলুম।

সম্। আপনার এ ভৃত্যটি যথার্থ প্রভুভক্ত। প্রভুর কার্য্যে এত পরিশ্রম সহজে কেউ করে না। একটু অপেক্ষা করুন আমি আসছি।

(ভিতরে প্রবেশ।)

মন্। এখন কি বলিস্ তুষ্কানি ?

তুষ্কা। কি আর বোলবো, আজ আমাদের পরিশ্রম সার্থক হোল।

মন্। তুই সহজে ছদ্মবেশ ছাড়্‌ছিলিনি। এমনটা যে হবে, তা তোর হয়তো বিশ্বাস হোচ্ছিল না।

তুষ্কা। তা ঠিক্ ! এখনও সন্দেহটা একেবারে মুছে যায়নি।

মন্। তা যাই বলিস্, শেষ রক্ষা কিন্তু আমি কল্লুম।

তুষ্কা। তাই হোক্। আমি আপনাকে বুদ্ধিমানের চেয়ে অদৃষ্টবান বোলবো।

(মিনা ও সমশেরের প্রবেশ।)

সম্। এই স্ত্রীলোকটির কথা আপনি বলছিলেন তো ?

মন্। হা খোদা ! আজ আমা অপেক্ষা কেউ সুখি নয়।

সম্। আপনি আমার বিপদে রক্ষা কোরে, অবশ্য আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হোয়েছেন। আমি আপনার নিকট ঋণী ! কিন্তু সে ঋণ শোধ কর্ব্বার জন্য, আমি আমার এই হৃদয়টিকে ভেঙ্গেচুরে দিতে পারি না। আমি কেন কেউ তা পারে না। আপনি যেরূপ মহৎ ও দয়ালু আপনিও আমায় তা কোর্ত্তে বোলবেন না। এখন বিদায় দিন, আমরা কয়েকদিন গফুর মিঞার বাটিতেই বাস করিগে। (উভয়ের প্রস্থান।)

মন্। এ্যাঁ !

তুষ্কা। হ্যাঁ !

(উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

(বাঁদিগণের গীত।)

গীত।

আর তো চাপা রইলো না কো প্রাণ।
প্রেমের কপাট পড়্‌লো খুলে ঘুচলো অভিমান॥
লুকিয়ে ছিল যা কিছু যেথায়,
রইতে তো আর পারলেনা সেথায়;
ভালবাসার আলোর ছটায় সব পেয়ু সন্ধান—
হল দুখের অবসান।

(পল্টুর প্রবেশ।)

পল্টু। আর তো চেপে থাক্‌তে পারি না। যা থাকে অদৃষ্টে বোলে ফেলি। যদি "না" বলে, পায় ধোরে—কেঁদে বুক চিরে দেখিয়ে হাঁ বলাবো। জৈনবির বাপ যা বোল্লে তা ঠিক্! পুরুষ হাজার নিষ্ঠুর হোক্ না কেন, সে যদি জান্‌তে পারে যে মেয়ে মানুষটা তাকে যথার্থ প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছে, তার ভালবাসা পাবার জন্যে প্রাণপাত কোর্ত্তে প্রস্তুত আছে, তাহোলে তার আর সে নিষ্ঠুরতা থাকে না। ওই যে আস্‌ছে!

(তুফানির প্রবেশ।)

তুফা। আরে পল্টু ইয়ার, আমার বড় নাচ পাচ্ছে ভাই, বড় গান কোর্ত্তে ইচ্ছে হোচ্ছে, কি করি বল দেখি?

লোকেরা বেদে জাতকে বড় বিশ্বাস করে না। এই সুযোগে ওই বেদে-টাকে ধরিয়ে দিলেই ঠিক হবে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(গঙ্গাধর ও অন্যান্যের বাটী সম্মুখস্থ চত্বর।)

বাঁদিগণের প্রবেশ।

গীত।

আমরা আশা নিয়েই বাস করি।
হৃদ্‌ মাঝারে পুরে তারে আধারে এ প্রাণ ধরি॥
স্রোতের মুখে কুটোটি পেলে,
ধরি তারে প্রাণ পাব বোলে ;
শেষে কুটোও ডোবে মোরাও ডুবি অতলের তলে ;—
শেষে—ভেসে উঠে ফের কূলপানে সব সাঁতরি।

(তুফানি ও পল্টুর প্রবেশ।)

তুফা। দূর হতভাগা বোকা পাঁটা—দূর গাড়লের গাড়ল্ তস্য গাড়ল্ তোর জ্বালায় কি চিরদিন আমায় জ্বোলতে হবে ?

পল্টু। আহা হা কাজটা এমন সুন্দর রকমে চলছিল ! আর একটু হোলেই শেষ হয়, এমন সময় কোথা থেকে এসে, সমস্ত উলট পালট কোরে ফেললে ! কোতোয়ালীর শমলা আর ধলা দুজনে বেদেটাকে

ধোরে নিয়ে যায় আর কি, এমন সময় তোমার মনীব না এসে পাগলের মত হোয়ে বোল্‌লে "ভদ্রলোককে এমন অপমান হোতে আমি কিছুতেই দেবো না। আমি দেখ্‌ছি ও বেচারি নির্দ্দোষি, আমি ওর জামিন হব, ছেড়ে দাও"। তারা কিছুতেই না ছাড়াতে একেবারে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পোড়ে দাঁত কিড় মিড় কোর্ত্তে কোর্ত্তে তাদের আক্রমণ কোল্লে। তারা ওই বিভীষিকা চেহারা দেখে নিজেদের প্রাণ নিয়ে পালাতে সুরু কোল্লে! মন্দরাম হাস্‌তে হাস্‌তে চোলে গেল।

তুফা। বাঁদরটা তো জানে না, যে সেই বেদে তারই মিনাকে নিয়ে চ'লে যাবার ব্যবস্থা কোচ্ছে!

পলটু। দেখ যদি কিছু কোর্ত্তে পার। আমার একটু কাজ আছে, আমি সেটা সেরে একটু পরে তোমার সঙ্গে দেখা কোর্ব্বো।

(পলটুর প্রস্থান।)

তুফা! (স্বগতঃ) আমার হোয়েছে কেমন—না "হাম্ ছোড়্‌নে মাংতা, লেকেন্ কম্‌লি নেই ছোড়্‌তা" কেমন একটা জেদ্ দাঁড়িয়ে গেছে। যে জন্যে এত খাটুনি খাটলুম্ এত কৌশল কল্লুম—ফস্ কোরে সেটা ছেড়ে দিয়ে বসি কি কোরে? মনিব ছোঁড়ার মাথায় একটা ভণ্ডুলে শয়তান ঘুচ্চে। তার চেষ্টা কিসে আমি হেরে যাই। কিন্তু আমিও বাবা ছাড়্‌ছি না। দেখি শয়তান হারে কি আমি হারি। মিনা বিবিটে যখন আমাদের দিকে আছে তখন দেখি তাইতে যদি কিছু কোর্ত্তে পারি? যে মৎলব দিয়েছি তা যদি ঠিক্ হয়, তা হোলে একখানা বাসা বাড়ি চাই। ওই বাড়িই ঠিক হবে! ওটাতে আমি বইতো আর কেউ থাকে না। ওই যে দুজনেই আস্‌ছে! আমার কার্য্যটা তো আমি করি, তার পর যা হয় হবে!

(উক্ত বাটির মধ্যে গমন।)

(মিনা ও সম্‌শেরের প্রবেশ।)

সম্। দেখ মিনা! প্রণয়ের একাগ্রতা দেখাতে যা কিছু প্রয়োজন তা আমি সকলি কোরেছি। তিহারাণের রণক্ষেত্রে আমি যে উচ্চপদ লাভ কোরেছিলেম, তোমার জন্য তা আমি স্বচ্ছন্দে ত্যাগ কোরে, তোমাদের বেদিয়ার দলভুক্ত হই—তা তো তোমার মনে আছে? তার পর একদিন অকস্মাৎ যখন তোমায় হারালেম, তখন দেশে তোমার অনুসন্ধানে এমন স্থান নেই যে আমি যাইনি। অবশেষে এই বৃদ্ধা বেদেনীর নিকট শুনলেম তুমি এইখানে সামান্য অর্থের জন্য আবদ্ধ আছ। অমনি এসে তোমায় মুক্ত কোল্লেম। আশা ছিল তোমার মুখে হাসি দেখ্‌বো, কিন্তু কই সে হাসি মিনা? তোমার শরীরে মুখে শোক চিহ্ন বর্ত্তমান দেখে, আমার প্রাণ ফেটে যাচ্চে। নির্জ্জন যদি তোমার প্রিয় হয়, তা হোলে চল আমরা তিহারাণে গিয়ে বাস করি। সেখানে লোকালয়ের প্রান্তে, আমার সুবৃহৎ উদ্যান বাটি প্রস্তুত আছে। অর্থ বলেও আমি যথেষ্ট বলিয়ান। চল—যে হিসাবে তোমার ইচ্ছা, সেই হিসাবে আমার সঙ্গে বাস্ কোর্ব্বে চল। আমার আর কোন অভিলাষ নাই, কেবল তোমার নিকটে থাক্‌বো এই ভরসা।

মিনা। আমি জানি সম্‌শের—তুমি আমায় যথেষ্ট স্নেহ কর। আমি এত অকৃতজ্ঞ নই যে—সে জন্য দুঃখিত হব। আমি এখন শিরঃপীড়ায় বড়ই কাতর! আমার একমাত্র অনুরোধ—কয়েকদিন এখানে বিশ্রামের পর, আমায় যথা ইচ্ছা লোয়ে যেও।

সম্। কয়েক দিন্ কি বোল্‌ছো মিনা? তোমার যত দিন ইচ্ছা এখানে বাস কর! তোমাকে সন্তুষ্ট করা ব্যতীত আমার অন্য কোন কার্য্য নাই। এখন একখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাসাবাটির প্রয়োজন।

আচ্ছা এই যে বাড়ি খানির দ্বারে—ভাড়া দেওয়া যাইবে লেখা আছে, এখানিতো নেহাৎ মন্দ নয়!

(কাবুলী বেশে উক্ত বাটি হইতে তুকানির প্রবেশ।)

এ বাড়িখানি কি আপনার?

তুকা। সবসক্ কাদার—হাঁ—হাঁ— ভারা ভারা ভারা আছে।

সম্। আমরা এখানি কিছুদিনের জন্য ভাড়া লোতে ইচ্ছা করি।

তুকা। দরবস্ত্ বোখাদার খাম্! আস্সা, আস্সা, ভারা দিব!

সম্। বাড়িখানি বেস্ পরিষ্কার তো? সাজসরঞ্জম সব আছে তো?

তুকা। দস্ত্ বর দস্ত্ বে বাফা! হাঁ হাঁ বালো আসে বালো আসে! এটি সাহেবের বিবি আসে, না?

সম্। না।

তুকা। কোকাদর্ এইস্ত খাব্! এ সহরে বেরাতে আসেন?

সম্। অবশ্য কোন কারণ আছে, এখন চলুন ভিতরে যাই।

(সকলের ভিতরে প্রবেশ।)

(মনসুরের প্রবেশ।)

মন্। (স্বগতঃ) হৃদয়টা অস্থির হোলে কি হবে? প্রতিজ্ঞা কোরেছি কাজেই চুপ্ কোরে থাক্তে হবে। খোদা অদৃষ্টে যা লিখেছেন তাই হবে।

(সমশেরের প্রবেশ।)

সম্। (স্বগতঃ) যাই বুড়িকে বারণ কোরে আসি, গোঁড়া না ঠিক করে। (প্রকাশ্যে) আপনি যে! সেলাম্।

মন্। আপনি এ বাড়ীতে কাউকে খুঁজছেন নাকি?

সম্। না! আমি কিছুদিনের জন্য এ বাড়ি ভাড়া নিলেম।

পল্টু। লাগাও নাচ লাগাও গান।

তুফা। তুই তবে পোঁ ধর্।

পল্টু। পোঁ ধর্কো কেন? আমিও সঙ্গে নাচ্‌বো গাইবো।

তুফা। তা বেস্ কিন্তু সমান তালে চালাতে পারবিতো?

পল্টু। তা পার্কো না?

গীত।

পল্টু। আমি নই তো তাল কানা।
বেতালে পা ফেল্‌তে আমার ওস্তাদের মানা॥

তুফা। তাল দেখ্‌তে হবে তা,
কাঁকের ঘরে ঘা পড়ে কি সমের ঘরে পা;

পল্টু। সেটা সাম্‌লো তুমি, পুরাণো আমি আলুতো ফেলি পা।
শিক্ষানবিস্ নই যে সারি কোরে তা না না—না॥

তুফা। একটু সোরে যা ইয়ার। মনিব ভেড়ের ভেড়ৈটা মুখখানা অন্ধকার কোরে আস্‌ছে। (পল্টুর প্রস্থান।)

(মন্‌সুরের প্রবেশ।)

কি প্রভু? সে লোকটা মিনাবিবিকে আপনার হাতে তুলে দে গেল?

মন্। অসহ্য! না তুফানি, আর আমি তোকে বিরক্ত কোর্কো না আমি নির্ব্বোধ! আমার জন্য যে যত্ন নিয়েছিলি, অন্যের জন্যে সে যত্ন নিলে ভাল হোতো! আমার দ্বারা এ পৃথিবীর কোন কার্য্য হবে না। অভাগা আমি, নিজেকে সুখী হোতে নিজেই দিলেম না—তোর কি? এত যাতনার পর আমার পক্ষে এখন এক মাত্র মৃত্যুই শ্রেয়!!

(প্রস্থান

তুফা। না—না—মোর্ত্তে দেওয়া হবে না। একবার শেষ চেষ্টা কোরে দেখবো।

(মিনাবিবির প্রবেশ।)

মিনা। তুফানি! কোন কার্য্য হোলো না—কোন কার্য্য হবে না। এক জনকে সুখি কোর্ত্তে, আমি আর এক জনকে কষ্ট দিতে পার্ব্বো না। উভয়কেই আমি ভাল বাসি। অথচ উভয়ের ভালবাসা একটু ভিন্ন রকমের। মনসুরের প্রেম আর সমসেরের কৃতজ্ঞতা! যদিও মনসুরকে যা দিতে চাই, সমশেরেকে তা দিতে পারি না, তবু একজনের অন্তরে ব্যথা দিয়ে অন্যকে সন্তুষ্ট করবার সাধ্য আমার নাই। তবে আর আমার সুখের আশা কোথা তুফানি?

তুফা। কোথাও নাই বিবি! বাধা অতি বিষম। তবে কথা হোচ্চে এই, যদিও আমাতে কোন দৈব বিদ্যা নেই, তবু একবার বিশেষ চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বো, যদি কোন গতিকে সমস্ত বাধা সাফ কোরে, সুশৃঙ্খলায় কার্য্য সাধন কোর্ত্তে পারি? আমি একটু পরে এসে কি মৎলব কোর্ত্তে পেরেছি তা বোলবো।

(প্রস্থান।)

(জৈনবীর প্রবেশ।)

জৈনবী। দেখ মিনাবিবি! তুমি যে দিন থেকে এখানে এসেছ, সেই দিন থেকেই এ সহরের সমস্ত কুমারি মণ্ডলিকে ব্যতিব্যস্ত কোরে তুলেছ। তোমার ওই চক্ষু দুটি থেকে যে কি তীক্ষ্ণশর বর্ষণ হয়, তা যারা পেয়েছে তারাই বোল্‌তে পারে। অনেক কুমারি তোমার সঙ্গে শত্রুতা-চরণ কোরেছে, কিন্তু আমি কখনও তা করি নি; তবে কেন ভাই আমার দ্রব্যটিকে নিতে হাত বাড়িয়েছো।

মিনা। আমি কিছুই জানি না।

জৈন। ও কথা কে শুনবে? অন্যের কথা দূরে থাক্, আজকাল সকলেই তো বোলে থাকে যে, তুমি আস্গর আর মন্সুরের মাথাটি চিবিয়ে খাচ্চ ভাই।

মিনা। আমি তো তা করিনি। কিন্তু যদিই তারা নিজে নিজের মাথা এগিয়ে দিয়ে থাকে, তা হোলে সে রকম অস্থির চিত্ত প্রেমিকের প্রেমটাকে প্রাণ থেকে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়াই তো প্রেমিকার কর্ত্তব্য।

(তুফানির সহাস্যে প্রবেশ।)

তুফা। বড়ই সুসংবাদ। বড়ই সুসংবাদ!

মিনা। কি তুফানি কি?

তুফা। খুব সুসংবাদ, শুনুন। মিনাবিবি! আপনি গফুর মিঞার কন্যা! সমশের সাহেব আপনার সহোদর। আপনার ধাই এসে সমস্ত কথা বোলেছেন। আপনাকে বেদেরা অপহরণ কোরেছিল। সমশের সাহেব কোন গতিকে সেই দলে মিশেছিলেন। এখন পিতা পুত্রে মিলন হোয়েছে। সমশের সাহেব আপনার সঙ্গে যাতে আমার মনিবের বিবাহ হয় তার জন্য পিতাকে অনুরোধ কোরেছেন, তিনিও সম্মত হয়েছেন। আমার মনিবের পিতাও সেথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনিও সম্মত হোয়েছেন, উপরন্তু আমার মনিবের ভগ্নির সঙ্গে আপনার সহোদরের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হোয়ে গেছে। দেখুন! এক মুহূর্ত্তে কত ঘটনা ঘোটে গেল।

মিনা। সংবাদে আমি বিস্মিত কি বিভোল হোলেম, তা বুঝতে পাচ্ছি না।

তুফা। ওই যে সকলে এই দিকেই আসচেন। জৈনবী বিবি! আস্গর সাহেবও ওই যে আসছেন। আপনার পিতাও রয়েছেন। আমি

যাই একবার মনিব বাহাদুরকে সেলাম দিয়ে বলিগে, যে যেমন আমরা নৈরাশ্যের সাগরে ডুবেছিলেম—খোদা তেমনি আমাদের কুল দিলেন। যেন কোন দৈব ঘটনা ঘটে গেল।　　　　　　　　(প্রস্থান।)

জৈন। আমি বড় আনন্দ বোধ কচ্ছি! আমার নিজের হোলেও আমি এতটা সুখী হোতেম না। এই যে এঁরা এসে পোড়্লেন।

(গফুর মিঞা, জাফর মিঞা, মিঞাজান ও আস্গরের প্রবেশ।)

গফুর। মা জননী আমার!

মিনা। বাবা! বাবা!

গফুর। খোদা যে কেমন কোরে আমাদের এমন সুখী কোল্লেন, এর মধ্যেই তাকি তুমি জান্তে পেরেছো মা!

মিনা। আজ্ঞে হাঁ আব্বাজান! এ অদ্ভুত বিবরণ আমি এই মাত্র শুনেছি।

জৈনবী। (জনান্তিকে আস্গরের প্রতি) মাঝে যে তুমি অবিশ্বাসের কার্য্য কোরেছিলে, তার জন্য তোমায় দুষিনা। এ অপূর্ব্ব সুন্দরী নর-লোকে দুষ্প্রাপ্য।

আস্গর। জৈনবী! এ জগতে ভুল ছাড়া মানুষ দুর্ল্লভ। তবে কেউ বা ভুলের উপর ভুল করে, কেউ বা একবার ভুল করে সুধরে যায়। আমি নিজে সুধরিচি কি না সে বিচার ভার এখন তোমার উপর।

গফুর। মা জননী! এতদিনের পর তোমায় পেলেম বটে, কিন্তু আবার হারাতে চোল্লেম। এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্রের হস্তে তোমায় অর্পণ কোর্ত্তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোয়েছি।

মিনা। আব্বাজান আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করা ব্যতীত আমার অন্য কর্ত্তব্য নাই।

(মন্সুরকে লইয়া তুফানির প্রবেশ।)

তুফা। প্রভু! এইবার আপনার মাথার ভেতর থেকে ভগুলে শয়তান বেটা সোরে গেছে। আর ভয় নেই। কৌশল কোর্ত্তে হবে না, পণ্ডও কোর্ত্তে হবে না। এখন আপনারই জিত্! মিনা বিবি এখন আপনারই।

মন্। হা খোদা! এত করুণাবারি কি আমার অদৃষ্টে বর্ষিত হবে!

গফুর। হাঁ বৎস! আমি তোমায় আমার জামাতৃ পদে বরণ কোরলেম্।

মিঞা। হাঁ মন্সুর! এ বিষয়ে সমস্ত স্থির হোয়ে গেছে।

সম্। আমি ভাই আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোল্লেম।

মন্। (তুফানির প্রতি) তুফানি! তোর ঋণ ইহজন্মে শোধ কর্ত্তে পার্ব্বোনা। আর একবার তোকে আলিঙ্গন করি। (আলিঙ্গন)

তুফা। উহুহু! ছাড়ুন্ ছাড়ুন্ বুকের হাড় কখানা মড়মড়িয়ে উঠ্লো। (জনান্তিকে চুপেচুপে) সাবধান্! দেখবেন যেন মিনা বিবিকে এরকম আলিঙ্গন কোর্ব্বেন না।

গফু। আসগরের পিতাকে আনিয়ে চলুন সকলে আমার গৃহে পদধূলি প্রদান কোর্ব্বেন।

তুফা। সবার তো সব হোলো। গরীব তুফানির কি কিছু হবে না? বিয়ে দেখে আমারও বিয়ে কোর্ত্তে সাধ হোচ্চে।

জাফ। তোমার মনের মত একটা মেয়ে, আমি তোমায় সংগ্রহ কোরে দিতে পারি তুফানি?

তুফা। দিন্ মিঞা সাহেব! তাই দিন্! বছর খানেকের ভেতর খোদার দোয়ায় আমার ঘর ট্যাঁ ট্যাঁ আওয়াজে ভরিয়ে দিই।

(জাফরের গমন ও পলটুকে লইয়া প্রবেশ।)

একি ? পলটু, ইয়ার না ? ও হতভাগী ! খোদার কাছে বর নিয়ে ফেলেছিস্ নাকি ?

পলটু। বর নেওয়া ছিল—কেবল অবসর খুঁজছিলাম্ !

ভুফা। তা বেশ্ হোয়েছে তুই ইয়ারে থাকা যাবে ভাল। বঁধুগিরিও চল্‌বে বন্ধুগিরিও চোল্‌বে।

(প্রস্থান)

দৃশ্যান্তর।

বাঁদীগণের নৃত্য ও গীত।

আমরা পাক্কা খেলোয়াড়্।
আমাদের তেক্কী খেলার তাড়্ ॥
আমরা—দাঁও প্যাঁচে সাফ লড়াই লড়ি—দিই আছাড় পাছাড়্ ॥

ডন্ বৈঠক বাঁও কসাকসি,
ডম্বল মুগুর আর ঘুসো ঘুঁসি ;
ল্যাং মেরে ঠ্যাংএ ঘুরোণ্ পাকে ভুঁই ফেলি চসি ;—
আমাদের শক্ত লাথি বুকের ছাতি শক্ত সবার হাড়,
যে খেল্‌তে জানে খেলায় জিনে, নৈলে বলে ছাড়্ —
ওরে ছাড়্ ছাড়্ ছাড়্ ছাড়্ ॥

যবনিকা পতন।
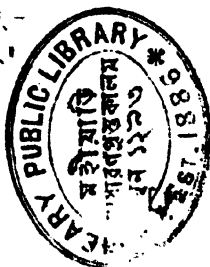
সমূল আলোড়িত হয় নাই। সুতরাং ধর্ম্মবীর অপেক্ষা কর্ম্মবীরের সংখ্যাই সেখানে অধিক। তাহাও আবার পার্থিব কর্ম্ম সাধক। তথাপি সমগ্র জাতির সেবাই কর্ম্মের প্রকৃত অর্থ। ইউরোপীয় কর্ম্মবীরগণের মধ্যে তাহাও পরিলক্ষিত হয়। কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানের সাধন। তাই কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের সূত্র বিজড়িত। তাই কর্ম্মের মূল দৃঢ় করিবার জন্য সেখানে ধর্ম্মবীরেরও নিতান্ত অসদ্ভাব নাই। ভারত ব্যতীত অন্যত্রও যে অবতার হইয়াছেন ও হইতেছেন তাহা ইতিহাস পাঠেই জানা যায়। সেই সকল অবতারকেও বিভূতিমৎসত্ব বলিয়াই বুঝিতে হইবে। Arabiaতে Mahomet, Palestineএ Jesus, Italyতে Savanaro'a, Greeceএ Plato, Socratis ও Epictetus Scotlandএ John Knox, Englandএ Simon de Montford, Latimer Cran [illegible]er, Cardinal Newman, Germanyতে Martin Luther ও Melanctpon, Scandenaviaতে Odin, Chinaতে Confucius এইরূপ আরও অনেক ধর্ম্মবীর আবির্ভূত হইয়াছেন। কর্ম্মবীরগণের মধ্যে Englandএ King Arthur, Richard I ও Cromwell, ;Scotlandএ Bruce ও Wallace France এ Charlemane ও Napoleon, Germany তে Fredric the Great, Italy তে Julius caesar Switzerland এ William Tell, Russiaতে Peter the Great ও Alexander I Greeceএ Alexander the Great, Americaতে Washington ও Lincolnই প্রধান। ইঁহাদিগের প্রত্যেকেই দেশের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন স্বজাতিকে অন্যের অত্যাচার তথা হীনতা হইতে উদ্ধার ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহারাও যে ঈশ্বরের শক্ত্যবতার তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে জগতের প্রতি জাতির মধ্যেই সেই জাতির ধর্ম্মজীবনোপযোগি কর্ম্মোৎকর্ষ বিধানার্থ ঈশ্বরের নানাবিধ অবতার হইয়াছেন ও হইতেছেন সুতরাং ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বব্যাপি হইয়াও যে অংশতঃ অবতীর্ণ হইতে পারেন না তাহা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। তিনি সর্ব্বশক্তি তাঁহাতে কি সম্ভব বা অসম্ভব তাহার নির্দ্ধারণ বদ্ধদৃষ্টি জীব কিরূপে করিবে! তিনি বিকারী হইয়াও নির্ব্বিকার থাকিতে পারেন সর্ব্বব্যাপী হইয়াও অংশাবতার রূপে দেশ কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন। জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি সবই করিতে পারেন। তাই [illegible] উত্তম পুরুষ বচনে লিখিত হইয়াছে :—

> অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
> প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

ব্যবধান

[সংকেদা খাতুন]

ওপারেতে আছ তুমি এপারেতে আমি,
মধ্যে ব্যবধান তার নদী স্রোতগামী।
ইচ্ছা করে পাখী হয়ে মিলি' দুইজনে
বলিব মনের কথা অতি সঙ্গোপনে।
কিন্তু হায়, জানি ইহা অসাধ্য লোকের!
আশা আছে তবু পরপারে মিলনের।